সূচিপত্র

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
প্রথম অধ্যায়	প্রাক্‌কথন : ইউরোপ ও আধুনিক যুগ		১-৭
	১.১	ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তন	১
	১.২	নবজাগরণ ও মানবতাবাদ	২
	১.৩	আবিষ্কারের যুগ	৩
	১.৪	আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্ভব	৫
	১.৫	চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সংকট (সপ্তদশ শতক)	৫
		KEY POINTS SPECIAL TIPS	৬
		MIND MAP	৭
দ্বিতীয় অধ্যায়	ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক		৮-৩১
	২.১	'রাজনৈতিক কারাগার' ও 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' হিসেবে ফ্রান্স	৮
	২.২	ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজকাঠামো ও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা	৯
	২.৩	ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে দার্শনিকদের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা	১০
	২.৪	বাস্তিল দুর্গের পতন	১২
	২.৫	বিপ্লব রক্ষার আহ্বান	১৩
	২.৬	জনগণের বিপ্লব, বিপ্লবের জনগণ	১৪
	২.৭	ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের বৃহত্তর প্রভাব	১৬
		KEY POINTS	১৭
		SPECIAL TIPS	১৮
		MIND MAP	১৯
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	২০-৩০
তৃতীয় অধ্যায়	বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ		৩২-৫৫
	৩.১	নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষমতা লাভ	৩২
	৩.২	ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে কোড নেপোলিয়ন প্রণয়ন	৩২
	৩.৩	নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের সংঘাত	৩৩

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
	৩.৪	ইউরোপের পুনর্গঠন	৩৩
	৩.৫	ফ্রান্স, জার্মানি ও আইবেরীয় উপদ্বীপীয় জনগণের নেপোলিয়নবিরোধী জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া	৩৪
	৩.৬	রাশিয়া আক্রমণ	৩৫
		KEY POINTS	৩৫
		SPECIAL TIPS MIND MAP	৩৬
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৩৭-৫৪
চতুর্থ অধ্যায়	উনবিংশ শতকের ইউরোপ: রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত		৫৬- ৮৬
	৪.১	জাতি-রাষ্ট্রের ধারণা	৫৬
	৪.২	রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার দ্বন্দ্ব	৫৬
	৪.৩	ভিয়েনা সম্মেলন	৫৭
	৪.৪	মেটারনিখ ব্যবস্থা	৫৮
	৪.৫	১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের জুলাই বিপ্লব	৫৯
	৪.৬	১৮৪৮ খ্রিস্টাব্দের ফেব্রুয়ারি বিপ্লব	৫৯
	৪.৭	ইটালিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ	৬০
	৪.৮	জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার বহিঃপ্রকাশ	৬১
	৪.৯	অটোমান সাম্রাজ্য ও বলকান জাতীয়তাবাদ	৬৩
	৪.১০	ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	৬৩
	৪.১১	রাশিয়ার জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার-এর উদ্যোগে ভূমিদাস প্রথার অবসান	৬৪
		KEY POINTS	৬৪
		SPECIAL TIPS MIND MAP	৬৫
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৬৬-৮৫
পঞ্চম অধ্যায়	শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ		৮৭-১১৪
	৫.১	শিল্পবিপ্লব কী?	৮৭
	৫.২	ইংল্যান্ডে শিল্পবিপ্লবের সময়কাল	৮৭
	৫.৩	ইংল্যান্ড ও মহাদেশে শিল্পবিপ্লবের তুলনামূলক পরিচয়	৮৮

অধ্যায়			পৃষ্ঠা
	৫.৪	সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব : ইংল্যান্ডের অভিজ্ঞতা	৮১
	৫.৫	শিল্পসমাজের সমালোচনার নানা দিক	৯০
	৫.৬	শিল্পবিপ্লব কীভাবে উপনিবেশের জন্ম দিয়েছিল	৯১
	৫.৭	ইউরোপের বাইরে উপনিবেশ গঠনকারী দেশসমূহ	৯১
	৫.৮	সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাত	৯৩
		KEY POINTS SPECIAL TIPS	৯৫
		MIND MAP	৯৬
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	৯৭-১১৩

ষষ্ঠ অধ্যায়	বিংশ শতকে ইউরোপ		১১৫-১৪৩
	৬.১	রাশিয়া : জারতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্র	১১৫
	৬.২	রুশ বিপ্লব	১১৫
	৬.৩	বিপ্লবের সংক্ষিপ্ত রূপরেখা	১১৬
	৬.৪	সমকালীন বিশ্বের সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে রুশ বিপ্লবের প্রভাব	১১৭
	৬.৫	প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ঘটনাবলির সংক্ষিপ্ত পরিচয়	১১৭
	৬.৬	আন্তর্জাতিক সম্পর্ক এবং উড্রো উইলসন ও চৌদ্দদফা নীতির প্রেক্ষিত	১১৮
	৬.৭	ভার্সাই চুক্তির অর্থনৈতিক সমীকরণ	১১৮
	৬.৮	১৯২৯-এর মহামন্দা এবং সমকালীন ইউরোপ ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে তার প্রভাব	১১৮
	৬.৯	ইউরোপের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে উত্থান	১১৯
	৬.১০	উগ্র জাতীয়তাবাদের প্রচারের ক্ষেত্রে ভার্সাই সন্ধির শর্তাবলির ভূমিকা	১১৯
	৬.১১	মহামন্দার ফলে অর্থনৈতিক সংকট এবং ইটালি ও জার্মানিতে ফ্যাসিবাসী ও নাৎসিবাদী শক্তির উত্থান	১১৯
	৬.১২	স্পেনের গৃহযুদ্ধ—ফ্যাসিবাদী বনাম বিরোধী আদর্শের সংঘাত	১২০
		KEY POINTS	১২১
		SPECIAL TIPS MIND MAP	১২২
		প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১২৩-১৪১

সপ্তম অধ্যায়	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর	১৪৪-১৬৩
৭.১	ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত	১৪৪
৭.২	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা	১৪৪
৭.৩	সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানির সংঘাত	১৪৬
৭.৪	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	১৪৬
৭.৫	বিশ্ব ইতিহাসে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	১৪৭
৭.৬	যুদ্ধের প্রকৃত বিশ্বজনীন রূপ ও যুদ্ধের ধ্বংসের গুণগত ও পরিমাণগত বদল	১৪৮
৭.৭	উগ্র জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ	১৪৯
	KEY POINTS	১৪৯
	SPECIAL TIPS · MIND MAP	১৫০
	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৫১-১৬১

অষ্টম অধ্যায়	জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ	১৬৪-১৭৮
৮.১	জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা ও গঠনতন্ত্র	১৬৪
৮.২	সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ, তার সনদ ও গঠনতন্ত্র	১৬৫
	KEY POINTS · SPECIAL TIPS	১৬৭
	MIND MAP	১৬৮
	প্রশ্ন ও উত্তর ■ বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন	১৬৯-১৭৬

✦ এই বইয়ের সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ এবং অভিনব বিষয়টি হল, এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীরা তাদের সর্বক্ষণের ছায়াসঙ্গী হিসাবে পেয়ে যাবে একজন **Digital Private Tutor**। এই বইয়ের সাথে যে স্মার্ট কার্ডটি ছাত্রছাত্রীরা পাবে, সেই কার্ডে থাকা কোড-এর মাধ্যমে **Learning App**-এর এই সাবজেক্টের ভিডিয়ো ক্লাসগুলি তারা দেখার সুযোগ পাবে। যেখানে প্রতিটি অধ্যায়ের প্রত্যেকটি টপিক, গ্রাফিক্স-অ্যানিমেশনের মাধ্যমে গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে বুঝিয়েছেন আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকারা। অর্থাৎ এই বইয়ের সাথে ছাত্রছাত্রীদের কাছে ২৪ ঘণ্টা উপস্থিত থাকছেন একজন **Digital Private Tutor**।

✦ এই বইয়ের একটি অন্যতম আকর্ষণ হল অধ্যায়ভিত্তিক **Mock Test** দেওয়ার সুযোগ। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের শেষে ওই অধ্যায়ের উপর ছাত্রছাত্রীরা একটি প্রশ্নপত্র পাবে। প্রত্যেকটি অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে **Learning App**-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের **Model Answer** ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে **Call** করো এই নম্বরে— **9903985050**

প্রত্যেকটি বিষয়ের জন্য অধ্যায়ভিত্তিক ছোটো ছোটো ভিডিয়ো ক্লাসের আকারে বইয়ের বিষয়গুলি সুন্দর করে বোঝানো হয়েছে এই **Learning App**-এ। ঝকঝকে গ্রাফিক্স, দুর্দান্ত অ্যানিমেশন, সঙ্গে অভিজ্ঞ শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ভরসা। সম্পূর্ণ গল্পের ছলে সিনেমার মতো করে প্রাঞ্জল ভাষায় ছাত্রছাত্রীদের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে ভাষা থেকে বিজ্ঞান, অঙ্ক থেকে ইতিহাস, ভূগোল সমস্ত বিষয়ের সিলেবাসভিত্তিক জ্ঞান। পশ্চিমবঙ্গ বোর্ডের বাংলা মাধ্যমের শিক্ষার্থীদের কাছে তাই এই **Learning App** হল অনলাইন শিক্ষার সর্বাঙ্গীণ অ্যাপ। সপ্তম শ্রেণি থেকে দ্বাদশ শ্রেণির ছাত্রছাত্রীদের পরীক্ষায় ভালো নম্বর ও সর্বাঙ্গীণ উন্নতিই আমাদের একমাত্র লক্ষ্য।

ইতিহাস

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
প্রাক্‌কথন : ইউরোপ ও আধুনিক যুগ	১	প্রাক্‌কথন: ইউরোপ ও আধুনিক যুগ	03 : 41 Mins
	২	ইউরোপের রাজনৈতিক ও সামাজিক বিবর্তন	03 : 01 Mins
	৩	রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠান দ্বন্দ্ব, সাম্রাজ্য বনাম পোপতন্ত্র	03 : 52 Mins
	৪	পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকট	10 : 05 Mins
	৫	নবজাগরণ ও মানবতাবাদ	13 : 11 Mins
	৬	মাইকেল এঞ্জেলো	02: 26 Mins
	৭	লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি	02 : 48 Mins
	৮	আবিষ্কারের যুগ	01 : 45 Mins
	৯	মুদ্রণযন্ত্র ও মুদ্রণ বিপ্লব	06 : 37 Mins
	১০	যুদ্ধ প্রযুক্তির উদ্ভাবন	03 : 31 Mins
	১১	বারুদের ব্যবহার	03 : 05 Mins
	১২	আধুনিক বিজ্ঞান দৃষ্টির সূচনা	03 : 03 Mins
	১৩	গ্যালিলিয়ো গ্যালিলি	02 : 53 Mins
	১৪	সমুদ্রযাত্রা ও নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার	04 : 40 Mins
	১৫	ম্যারিনারস কম্পাস	02 : 35 Mins
	১৬	আধুনিক রাষ্ট্রের গোড়াপত্তন	02 : 43 Mins
	১৭	নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের উদ্ভব	05 : 53 Mins
	১৮	নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের সংকট	04 : 01 Mins
	১৯	মুক্তচিন্তার বিকাশ তথা যুক্তিবাদের যুগ	04 : 02 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক	১	ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক:সূচনা	03 : 48 Mins
	২	রাজনৈতিক কারাগার ও ভারতীয় অর্থনীতির জাদুঘর হিসেবে ফ্রান্স	02 : 49 Mins
	৩	রাজনৈতিক কারণ	06 : 16 Mins
	৪	অর্থনৈতিক কারণ	09 : 15 Mins
	৫	অঁসিয়া রেজিম	02 : 50 Mins
	৬	বিপ্লব পরবর্তী ফরাসি সমাজকাঠামো ও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা	08 : 38 Mins
	৭	থার্ড এস্টেট	02 : 58 Mins
	৮	বুর্জোয়াসি	02 : 54 Mins
	৯	সাঁ-কুলোৎ	02 : 05 Mins
	১০	দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা	03 : 43 Mins
	১১	ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে দার্শনিকদের সমালোচনা ধারা	08 : 43 Mins
	১২	দার্শনিক তত্ত্বের প্রচার ও জনমত গঠন	03 : 47 Mins
	১৩	অভিজাতদের তরফে রাজার বিরোধিতা	07 : 39 Mins
	১৪	স্টেট জেনারেল নিয়ে রাজার সঙ্গে তৃতীয় শ্রেণির সংঘাত	03 : 23 Mins
	১৫	টেনিস কোর্টের শপথ	03 : 07 Mins
	১৬	বাস্তিল দুর্গের পতন	04 : 22 Mins
	১৭	জাতীয় তথা সংবিধান সভা	04 : 43 Mins
	১৮	সংবিধান সভার কার্যাবলি	06 : 49 Mins
	১৯	রাজার মৃত্যুদণ্ড	04 : 04 Mins
	২০	বিপ্লব রক্ষার আহ্বান	06 : 11 Mins
	২১	সন্ত্রাসের শাসন	03 : 17 Mins
	২২	জ্যাকোবিন শাসন	06 : 34 Mins
	২৩	টিপু সুলতান ও জ্যাকোবিন ক্লাব	03 : 58 Mins
	২৪	জনগণের বিপ্লব	06 : 55 Mins
	২৫	ফরাসি বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা	04 : 24 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	২৬	মানুষ ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা	03 : 21 Mins
	২৭	জনচেতনায় গুজবের প্রভাব	03 : 51 Mins
	২৮	ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব	09 : 19 Mins
বিপ্লবী আদর্শ, নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদ	১	নেপোলিয়ন বোনাপার্টের ক্ষমতা লাভ	06 : 44 Mins
	২	ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের প্রেক্ষিতে কোড নেপোলিয়ন প্রণয়ন	05 : 51 Mins
	৩	নেপোলিয়নীয় সাম্রাজ্যের সঙ্গে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের সংঘাত	04 : 25 Mins
	৪	সামাজিক কার্যকলাপের সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শের বিরোধ	04 : 14 Mins
	৫	নেপোলিয়নের সাম্রাজ্য ও জাতীয়তাবাদী আদর্শের পরস্পর অবস্থান	05 : 52 Mins
	৬	মহাদেশীয় ব্যবস্থা	04 : 13 Mins
	৭	ট্রাফালগারের যুদ্ধ	03 : 52 Mins
	৮	ইউরোপের পুনর্গঠন	10 : 17 Mins
	৯	নেপোলিয়নের সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী প্রতিক্রিয়া	14 : 56 Mins
	১০	নেপোলিয়নের রুশ অভিযান পার্ট ১	06 : 46 Mins
	১১	নেপোলিয়নের রুশ অভিযান পার্ট ২	10 : 59 Mins
	১২	শত দিবসের রাজত্ব	05 : 28 Mins
উনবিংশ শতকের ইউরোপ : রাজতান্ত্রিক ও জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সংঘাত	১	জাতীয়তাবোধের ধারণা	04 : 32 Mins
	২	ভিয়েনা সম্মেলন	07 : 54 Mins
	৩	মেটারনিখ যুগ	04 : 56 Mins
	৪	১৮৩০-এর জুলাই বিপ্লব	05 : 19 Mins
	৫	১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি বিপ্লব	03 : 25 Mins
	৬	ইটালিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ	04 : 57 Mins
	৭	জার্মানিতে জাতীয়তাবাদী ভাবধারার প্রকাশ	03 : 44 Mins
	৮	জাতি-রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা : ইটালি	05 : 31 Mins
	৯	জাতি-রাষ্ট্র গঠনের রূপরেখা : জার্মানি	06 : 22 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	১০	বিসমার্কের রক্ত ও লৌহনীতি	04 : 16 Mins
	১১	এমস টেলিগ্রাম	03 : 41 Mins
	১২	অটোমান সাম্রাজ্য ও বলকান জাতীয়তাবাদ	04 : 42 Mins
	১৩	ক্রিমিয়ার যুদ্ধ	04 : 54 Mins
	১৪	রুশ জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের উদ্যোগে ভূমিদাস প্রথার অবসান	04 : 45 Mins
শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ	১	শিল্পবিপ্লব, উপনিবেশবাদ ও সাম্রাজ্যবাদ	05 : 27 Mins
	২	ইংল্যান্ড ও ইউরোপ মহাদেশে শিল্পবিপ্লবের তুলনামূলক পরিচয়	09 : 41 Mins
	৩	শিল্পপ্রযুক্তির বিপ্লব	03 : 47 Mins
	৪	সমাজ, রাজনীতি ও অর্থনীতিতে শিল্পবিপ্লবের প্রভাব	05 : 14 Mins
	৫	ফ্যাক্টরি বা কারখানা প্রথা এবং শিল্পবিপ্লবে নারীর অবস্থান	05 : 01 Mins
	৬	শিল্প সমাজের সমালোচনার নানা দিক, সমাজতান্ত্রিক সমালোচনা	03 : 53 Mins
	৭	রবার্ট আওয়েন	02: 32 Mins
	৮	হেনরি সায়মন এবং চার্লস ফুরিয়ার	03 : 33 Mins
	৯	কার্ল মার্কস এবং ফ্রেডারিক এঙ্গেলস	04 : 07 Mins
	১০	শিল্পবিপ্লব ও ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্যের বিস্তার	08 : 16 Mins
	১১	শিল্পবিপ্লব ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন	08 : 05 Mins
	১২	ভারতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের রত্ন	04 : 40 Mins
	১৩	ঔপনিবেশিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও ইউরোপীয় সাম্রাজ্যবাদ	05 : 17 Mins
	১৪	চিনে সাম্রাজ্যবাদ বা চিন তরমুজের খণ্ডীকরণ	05 : 40 Mins
	১৫	আফ্রিকাতে সাম্রাজ্যবাদ	06 : 01 Mins
	১৬	সাম্রাজ্যবাদী শক্তির সংঘাত ও প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	07 : 00 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
বিংশ শতকে ইউরোপ	১	বিশ শতকে ইউরোপ ও রাশিয়া জারতন্ত্র থেকে সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা	04 : 44 Mins
	২	নারদনিক আন্দোলন	02 : 48 Mins
	৩	১৯০৫ খ্রিস্টাব্দের রুশ বিপ্লব	04 : 27 Mins
	৪	১৯১৭ খ্রিস্টাব্দের বলশেভিক রুশ বিপ্লব	09 : 43 Mins
	৫	রুশ বিপ্লবের প্রভাব	03 : 41 Mins
	৬	লেনিন ও তার চিন্তা	03 : 35 Mins
	৭	প্রথম বিশ্বযুদ্ধ	07 : 25 Mins
	৮	ভার্সাই চুক্তি	05 : 12 Mins
	৯	ভাইমার প্রজাতন্ত্র	02 : 35 Mins
	১০	উড্রো উইলসন ও চৌদ্দদফা নীতি	04 : 00 Mins
	১১	মহামন্দা এবং সমকালীন ইউরোপ	03 : 32 Mins
	১২	হুভার মোরাটোরিয়াম	02 : 20 Mins
	১৩	ইউরোপের পরিবর্তে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতার কেন্দ্র হিসেবে উত্থান	04 : 39 Mins
	১৪	ইটালিতে ফ্যাসিবাদী শক্তির অর্থাৎ মুসোলিনির উত্থান	06 : 50 Mins
	১৫	জার্মানিতে ন্যাৎসিবাদ বা হিটলারের উত্থান	04 : 42 Mins
	১৬	স্পেনের গৃহযুদ্ধকে কেন্দ্র করে ফ্যাসিবাদী বনাম বিরোধী আদর্শের সংঘাত	06 : 04 Mins
দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ও তারপর	১	ফ্যাসিবাদ ও নাৎসিবাদ বনাম গণতান্ত্রিক আদর্শের সংঘাত	04 : 43 Mins
	২	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সূচনা	06 : 50 Mins
	৩	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের গতি	08 : 37 Mins
	৪	সোভিয়েত রাশিয়া ও জার্মানির সংঘাত	07 : 10 Mins
	৫	মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ	08 : 48 Mins
	৬	মিউনিখ চুক্তি	03 : 21 Mins
	৭	ইটালির আবিসিনিয়া আক্রমণ ও জাতিসংঘের ভূমিকা	04 : 03 Mins
	৮	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের অক্ষশক্তির পরাজয়ের কারণ	11 : 56 Mins
	৯	দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাব	05: 38 Mins
	১০	যুদ্ধাস্ত্রের প্রকৌশলগত পরিবর্তন	02: 24 Mins

LIST OF VIDEOS IN LEARNING APP

Chapter	Sl. No.	Topics	Duration
	১২	যুদ্ধের বিশ্বজনীন রূপ	03 : 41 Mins
	১৩	উগ্র জাতীয়তাবাদ বনাম আন্তর্জাতিকতাবাদ	03 : 14 Mins
জাতিসংঘ এবং সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ	১	জাতিসংঘ ও সম্মিলিত জাতিপুঞ্জ	03 : 11 Mins
	২	জাতিসংঘের প্রতিষ্ঠা	02 : 39 Mins
	৩	জাতিসংঘের উদ্দেশ্য	03 : 01 Mins
	৪	জাতিসংঘের গঠনতন্ত্র	07 : 54 Mins
	৫	জাতিসংঘের ব্যর্থতার কারণ	03 : 40 Mins
	৬	জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠা	02 : 08 Mins
	৭	জাতিপুঞ্জের প্রতিষ্ঠার বিভিন্ন পর্যায়	06 : 48 Mins
	৮	জাতিপুঞ্জের উদ্দেশ্য	02 : 54 Mins
	৯	জাতিপুঞ্জের নীতি	02 : 55 Mins
	১০	জাতিপুঞ্জের সদস্য	02 : 38 Mins
	১১	জাতিপুঞ্জের গঠনতন্ত্র	08 : 24 Mins
	১২	জাতিপুঞ্জের ব্যর্থতা	03 : 00 Mins

অধ্যায়ভিত্তিক ভিডিও সহায়িকা

কী আছে এই ভিডিও সহায়িকায়? আছে প্রত্যেকটি অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তরের আলোচনা। পরীক্ষায় প্রত্যেকটি অধ্যায় থেকে যা যা প্রশ্ন আসতে পারে সেই সমস্ত ধরনের প্রশ্ন ও উত্তর আলোচনা করা হয়েছে এই ভিডিও সহায়িকায়। শুধু তাই না, ছাত্রছাত্রীদের যাতে না বুঝে মুখস্থ করতে না হয়, তাই সঙ্গে থাকছে প্রত্যেকটি প্রশ্নোত্তরের প্রয়োজন অনুযায়ী ব্যাখ্যা। এইসব অধ্যায়ভিত্তিক প্রশ্নোত্তর ছাত্রছাত্রীরা পেয়ে যাবে আমাদের অ্যাপের ভিডিও সহায়িকা বিভাগে। আমাদের অভিজ্ঞ শিক্ষকমণ্ডলীর দাবি পরীক্ষায় এর বাইরে কোনো প্রশ্ন আসতে পারে না। স্মার্ট বুকের মধ্যে থাকা কোডের মাধ্যমে সম্পূর্ণ বিনামূল্যে ছাত্রছাত্রীরা আমাদের অ্যাপের এই ভিডিও সহায়িকা ব্যবহার করতে পারবে।

ভিডিও সহায়িকা পাওয়া যাবে অ্যাপের হোম পেজেই

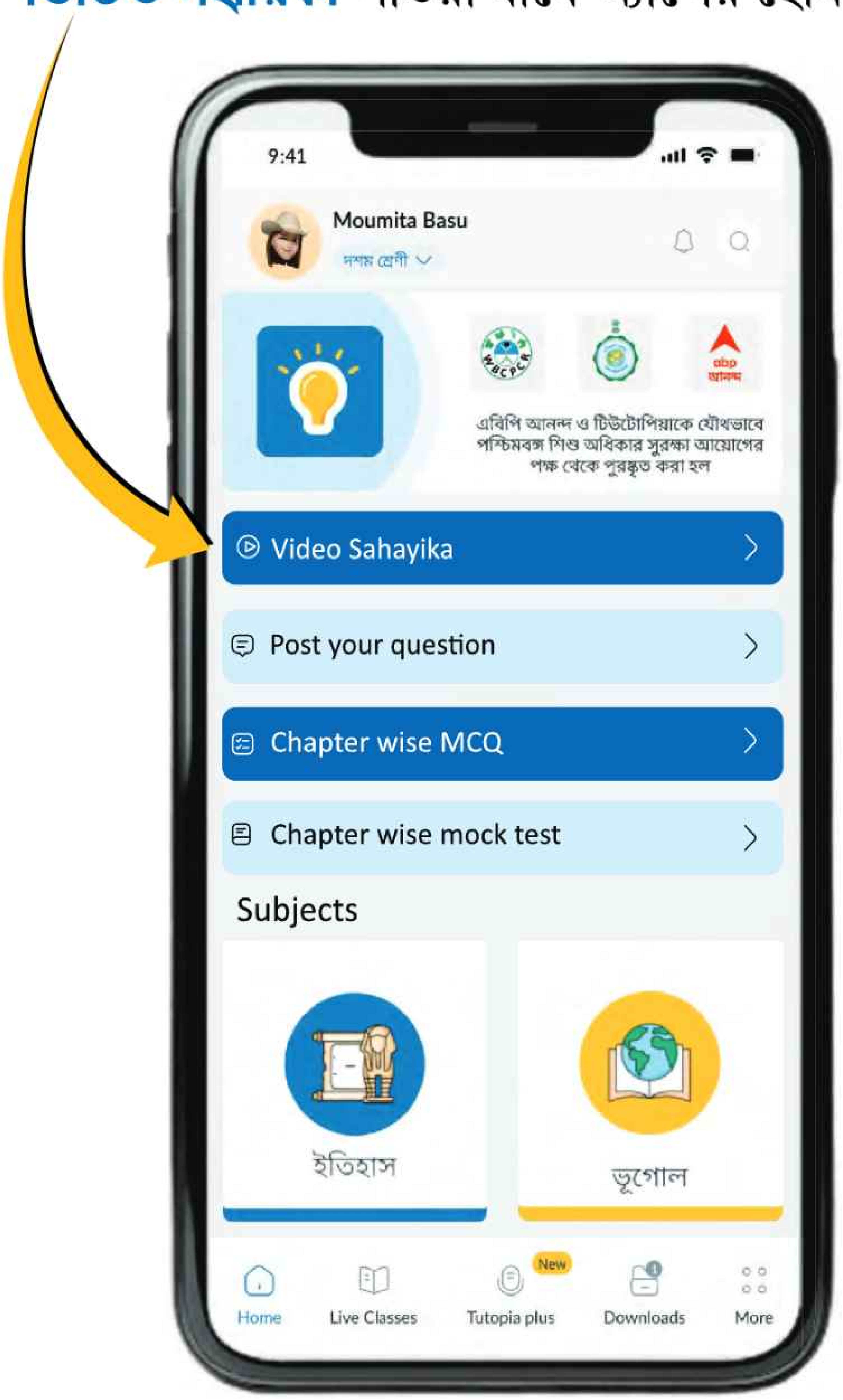

প্রথম অধ্যায় **প্রাক্‌কথন**

ইউরোপ ও আধুনিক যুগ

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা

আধুনিক ইউরোপের সাফল্যের নেপথ্যে ছিল নানা কারণ। যেমন—বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির উন্নতি। বুদ্ধির বাস্তব প্রয়োগ এবং মানসিক শান্তি।

১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ তুর্কি আক্রমণে কনস্ট্যান্টিনোপল-এর পতন ঘটে। এর পর থেকেই আধুনিক যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি প্রকট হয়ে ওঠে। নতুন নতুন নগরের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটে। রেনেসাঁস বা নবজাগরণেরও সূচনা হয়েছিল এই আধুনিক যুগেই। এ সময় রোমান সাহিত্য, দর্শন, বিজ্ঞান ও শিল্পকলার চর্চা নতুন করে শুরু হয়। প্রাচীন গ্রিক ও রোমান সাহিত্য সম্পর্কে ইউরোপীয়দের মনে নতুন ধারণা জন্মায়। আধুনিক যুগের মূল পরিবর্তনের ধারাগুলি হল—রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক, ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক।

১.১ ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতির বিবর্তন

- **সমাজ** : আঠারো শতক থেকে ইউরোপের সমাজে বণিক ও শিল্পপতিশ্রেণির উত্থান ঘটে এবং ভূস্বামী শ্রেণির আধিপত্য কমতে থাকে। এভাবেই ইউরোপের কৃষিনির্ভর গ্রামীণ সমাজ ক্রমশ শিল্প-বাণিজ্য শহুরে সমাজের রূপ নেয়।
- **রাষ্ট্রীয় ও ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের দ্বন্দ্ব : রোমান সাম্রাজ্য বনাম পোপতন্ত্র** : মধ্যযুগের ইউরোপে সাম্রাজ্য ও পোপতন্ত্রের ক্ষমতা কার বেশি তা নিয়ে দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। পোপের নির্দেশ বা নীতিগুলি **পোপতন্ত্র** নামে পরিচিত। ৩১২ খ্রি. (রোমান সম্রাট কনস্ট্যানটাইনের আমল) থেকে আঠারো শতক পর্যন্ত পোপতন্ত্রের ওপর ভিত্তি করেই রোমান সাম্রাজ্য পরিচালিত হয় এবং পরিচিত হয় **'পবিত্র রোমান সাম্রাজ্য'** রূপে।

  মধ্যযুগে ফ্রাঙ্ক রাজা শার্লামেন ও জার্মান সম্রাট প্রথম অটোর মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত পোপ তৃতীয় লিও শার্লামেনকে ৮০০ খ্রি. ২৫ ডিসেম্বর মুকুট পরিয়ে পবিত্র রোমান সম্রাটের পদে অভিষিক্ত করেন। পরে পোপ সপ্তম গ্রেগরি প্রথম **'ডিক্টেটাস প্যাপে' (Dictatus Papae)** নামক এক নির্দেশনামা জারি করে **'ইনভেস্টিচার প্রথা'** এবং অনুষ্ঠান সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করেন। ফলে পোপ ও সম্রাটের মধ্যে বিরোধ প্রবল আকার নেয়। শেষ পর্যন্ত এই বিরোধের কোনো নিষ্পত্তি হয়নি।
- **পশ্চিম ইউরোপে সামন্ততন্ত্রের সংকট—ভূমিদাস প্রথার বিলোপ:** মধ্যযুগের ইউরোপে সামন্ততন্ত্র ছিল একটি বিশেষ কৃষিব্যবস্থা এবং সামরিক সংগঠন। জমিই ছিল এই ব্যবস্থার মূল ভিত্তি। এই সামন্তপ্রথা ছিল পিরামিডের মতো। যার সর্বোচ্চে ছিল রাজার অবস্থান। পরবর্তী নীচের স্তরগুলিতে ছিলেন নানা সামন্তপ্রভু। যেমন—ডিউক ও আর্ল, ব্যারন, নাইট, ভ্যাসাল প্রমুখ। সবার নীচে ছিলেন ভূমিদাসরা।

  ফরাসি রাজা চতুর্দশ লুই, ইংল্যান্ডের রানি এলিজাবেথ, রুশজার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার (১৮৬১ খ্রি.) ভূমিদাস প্রথার অবসান ঘটান।
- **কৃষিক্ষেত্রে নয়া পদ্ধতির উদ্ভাবন** : এ সময় ইউরোপে কৃষিক্ষেত্রে নানা উন্নতি ঘটে। প্রথমে নেদারল্যান্ড এবং পরে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের কৃষিক্ষেত্রে **কনভার্টিবল হাসব্যান্ড্রি** প্রথায় চাষ করলে ব্যাপকহারে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ে। পনেরো-ষোলো শতকে ইংল্যান্ডের কৃষিব্যবস্থার ক্ষেত্রে বেষ্টনী নীতি গ্রহণ করার ফলে একইসঙ্গে কৃষি ও পশুপালন শুরু হয়। এসময় সমাজে উদ্ভূত নতুন কৃষকশ্রেণি সমকালীন কৃষির সম্প্রসারণে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন। তা ছাড়া এ সময় কৃষিকাজে লোহার লাঙল ছাড়া উন্নত মানের কাস্তে, মই-খুরপি, ট্রাক্টর, হারভেস্টর, রিপার প্রভৃতি যন্ত্রের প্রচলন ঘটে।
- **কৃষিসম্প্রসারণ** : পনেরো শতাব্দীর শেষ দিক থেকে, মূলত কৃষিকাজে পদ্ধতিগত পরিবর্তনের ফলে ব্যাপকহারে কৃষিজ উৎপাদন বাড়ে। ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে, ইটালির সিসিলিতে, উত্তর পোল্যান্ড, জার্মানিতে কৃষিকাজের উন্নতি দেখা যায়। পশম, রেশম, শন, তুলোসহ বেশকিছু বাণিজ্যিক পণ্যের উৎপাদন শুরু হলে কৃষিভিত্তিক অর্থনীতির প্রসার ঘটে।

- **কৃষিক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন** : ষোড়শ শতাব্দী থেকে কৃষিক্ষেত্রে অভাবনীয় প্রযুক্তিগত উন্নতি দেখা যায়। কৃষিক্ষেত্রে উন্নত পদ্ধতির প্রয়োগে ব্যাপকহারে কৃষি উৎপাদন বাড়ে।
- **খাদ্য এবং নিত্যব্যবহার্য পণ্যের (কৃষিজাত ও অকৃতিজাত) চাহিদা বৃদ্ধি-নতুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান** : ইউরোপে কৃষির উন্নতির ফলে নানা ধরনের শাকসবজি, গম, ভুট্টা, গাজর, বাঁধাকপি, আলু প্রভৃতির এবং পশুখাদ্য হিসেবে কোল্‌জা, হপ্‌স, ওট প্রভৃতির চাষ হয়। তা ছাড়া ম্যানর প্রথার অবসানও এই সময় ঘটে। ইউরোপীয় শহরগুলিতে শিল্প, বাণিজ্য এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার প্রসার ঘটে। ফলে নতুন ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উত্থান ঘটে। যারা সমাজে বুর্জোয়া ও জেন্ট্রি নামে পরিচিত ছিল। এ সময় ইটালির ভেনিস, জেনোয়া, পিসা এবং ফ্রান্সের মার্সেই শহর উল্লেখযোগ্য বাণিজ্যকেন্দ্র হয়ে ওঠে।

১.২ নবজাগরণ ও মানবতাবাদ :

ফরাসি **'রেনেসাঁস'** (Renaissance) কথাটির অর্থ **'নবজাগরণ'**। ১৫০০ খ্রিস্টাব্দে **'রিনাসিটা'** (ইতালীয়) অর্থাৎ **'রেনেসাঁস'** কথাটি প্রথম ব্যবহার করেন ইতালীয় চিত্রকর ও স্থপতি জর্জো ভাসারি। চোদ্দো শতকে ইটালিতে শিল্পকলা ও সাহিত্যের ক্ষেত্রে যে পুনরুজ্জীবন ঘটেছিল তাকেই বলা হয় রেনেসাঁস। তবে কথাটি জনপ্রিয় হয় উনিশ শতকে ঐতিহাসিক বুর্খহার্ড-এর মাধ্যমে। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ ফ্লোরেন্স, ভেনিস প্রভৃতি ইটালীয় শহরে নবজাগরণের সূচনা হলেও, পরে তা ইউরোপের সর্বত্র, এমনকি বিশ্বের নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ে।

নবজাগরণের উদ্ভব ও বিকাশের ক্ষেত্রে ইউরোপীয় বণিকশ্রেণির একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এক্ষেত্রে লোরেঞ্জো দ্য মেডিচি-র ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। মানবতাবাদের বিকাশের ক্ষেত্রেও বণিকশ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। মানবতাবাদ হল মানবমুক্তি ও মনুষ্যত্বের বিকাশ। অন্যভাবে গ্রিক ও রোমান পাঠক্রমের পুনরুজ্জীবনকে **মানবতাবাদ** বা **Humanism** বলা হয়। মানবতাবাদী প্রচারকদের বলা হত **মানবতাবাদী** বা **humanist**। এর ফলে ধর্মীয় সাহিত্যের পরিবর্তে এল মানুষকেন্দ্রিক ইতিহাস ও সাহিত্যচর্চার ধারা। আর শুরু হল অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি ও যুক্তির নিরিখে সবকিছুকে বিচার করার প্রবণতা।

- **অতীতের পুনরুদ্ধার ও নবজীবন দর্শন** : মানবতাবাদীদের প্রধান লক্ষ্য ছিল অতীতের পুনরুদ্ধার ও নবজীবন দর্শন। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দে কনস্ট্যান্টিনোপল-এর পতনের পর গ্রিক ও রোমান পণ্ডিতরা তাঁদের পুঁথিপত্র নিয়ে ইউরোপের নানা শহরে ছড়িয়ে পড়েন। ফলে তাঁদের জ্ঞানের আলোকে মানুষ আলোকিত হয়। মানুষ মধ্যযুগীয় চার্চকেন্দ্রিক ধর্মীয় বেড়াজাল পেরিয়ে স্বাধীন, বিজ্ঞানসম্মত, ধর্মনিরপেক্ষ মুক্তচিন্তার মাধ্যমে সবকিছুকে দেখতে শেখে।

  ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, জার্মানি, স্পেন, পোর্তুগাল, নেদারল্যান্ড প্রভৃতি দেশের নানা শিক্ষার্থী ইটালিতে আসেন। সেখানে তাঁরা গ্রিক ও লাতিন সাহিত্য, শিল্প, দর্শন প্রভৃতি শিখে নিজেদের দেশে ফিরে যান এবং সেখানে নবজীবন দর্শন চর্চা শুরু করেন। এ সময় জার্মানির উইটেনবার্গ, নেদারল্যান্ডের লুভেয়, স্কটল্যান্ডের সেন্ট অ্যান্ড্রুজ অতীত চর্চার কেন্দ্রে পরিণত হয়। মানবতাবাদীদের প্রেরণার উৎস ছিলেন প্লেটো, অ্যারিস্টটল্, ভার্জিল, সিসেরো, লিভি, ওভিড প্রমুখ দার্শনিকগণ।

টুকরো কথা

লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি : নবজাগরণের যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী হলেন লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি (১৪৫২–১৫১৯ খ্রিস্টাব্দ)। ইটালির ফ্লোরেন্সে তাঁর জন্ম। তিনি ছিলেন একাধারে কবি, সংগীতজ্ঞ, বিজ্ঞানী, দার্শনিক, গণিতজ্ঞ, চিত্রশিল্পী, স্থপতি ও ভাস্কর।

তাঁর ছবি আঁকার বিষয়, পটভূমি এবং রং ব্যবহারে আলো ও ছায়ার বাহারি খেলায় ছবিগুলি অনুপম হয়ে উঠেছে। তাঁর আঁকা বিখ্যাত ছবিগুলি হল—'মোনালিসা,' 'মেইজাই-এর আরাধনা', 'পাহাড়ে ম্যাডোনা', 'দি লাস্ট সাপার' প্রভৃতি।

'মোনালিসা' ছবিটি সংরক্ষিত আছে প্যারিসের ল্যুভর মিউজিয়ামে। 'দি লাস্ট সাপার' ছবিটি মিলানের গির্জার দেয়ালে আঁকা আছে। তিনি ছবিতে মানবশরীরের কাঠামো তুলে ধরেন। তিনি নানা যন্ত্রাংশের ছবিও আঁকেন।

- **মানুষের গুরুত্ব ও মর্যাদা বৃদ্ধি এবং মানবকেন্দ্রিক বিশ্বধারণা**: মানুষের ক্ষমতার ওপর আস্থাই হল

মানবতাবাদ। মানবতাবাদীরা মনে করতেন সুন্দর, মার্জিত, রুচিপূর্ণ বাচনভঙ্গির মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কল্যাণকামী অনুভূতির বহিঃপ্রকাশ ঘটে। নবজাগরণের সময় তাই মানুষের মনুষ্যত্বের ও মহত্ত্বের গৌরবের জয়গান গাওয়া হল।

মানবতাবাদীরা গ্রিক ভাষা ও সাহিত্যের ওপর গুরুত্ব দিলেও মাতৃভাষার মাধ্যমে সাহিত্যচর্চা ও শিক্ষাদানের কথা বলতেন। তাই এসময় ধ্রুপদি শিল্প ও জ্ঞানচর্চার পুনরুজ্জীবনের পাশাপাশি আঞ্চলিক ভাষারও বিকাশ ঘটে। নবজাগরণের ফলে মানব প্রতিভার প্রতিফলন দেখা যায় সাহিত্য, স্থাপত্য, চিত্রশিল্প, দর্শন ও বিজ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রে।

এ যুগের সাহিত্যিকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন— দান্তে, পেত্রার্ক, বোকাচ্চিও, চসার, এডমন্ড স্পেন্সার, উইলিয়াম শেকসপিয়র, ইরাসমাস প্রমুখ। শিল্প ও চিত্রকলার ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ছিলেন লিওনার্দো-দ্য -ভিঞ্চি, মিকেলেঞ্জেলো ও রাফায়েল।

টুকরো কথা

মিকেলেঞ্জেলো : নবজাগরণের যুগের অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন শিল্পী ছিলেন মিকেলেঞ্জেলো বুওনারোত্তি (১৪৭৫—১৫৬৪ খ্রি.)। তিনি একাধারে শিল্পী ও বিজ্ঞানী ছিলেন। রোমের সিস্টাইন চ্যাপেলের দেয়ালে তিনি একাধিক ছবি আঁকেন। যেগুলির মধ্যে **'লাস্ট জাজমেন্ট'**, **'জেনেসিস'** ও **'ক্রিয়েশন অব অ্যাডাম'** উল্লেখযোগ্য।

১.৩ আবিষ্কারের যুগ :

নতুন নতুন আবিষ্কারের উদ্দীপনা এবং আধুনিক বিজ্ঞানের উদ্ভবেও নবজাগরণের প্রভাব ছিল।

- **মুদ্রণ বিপ্লব** : নবজাগরণের যুগে উল্লেখযোগ্য বিষয় ছিল মুদ্রণ বা ছাপাখানা সম্পর্কিত ধারণার বিকাশ। যা 'মুদ্রণ বিপ্লব' নামে পরিচিত।

চিনে প্রথম কাগজ তৈরির কৌশল আবিষ্কৃত হওয়ার পর ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ জার্মানির মেইনজ শহরের কয়েকজন মানুষ ধাতব টাইপের দ্বারা ছাপার কাজের প্রচলন করেন। যাদের মধ্যে জোহানেস গুটেনবার্গ, জোহান ফাস্ট এবং পিটার শোফার উল্লেখযোগ্য। মেইনজ শহর থেকে পৃথিবীর নানা প্রান্তে ছাপাখানা ছড়িয়ে পড়ে।

মুদ্রণ বিপ্লবের ফলে খুব কম খরচে, কম সময়ে প্রচুর বই ছাপা সম্ভব হয়। ফলে মানুষের হাতে হাতে বই পৌঁছে যায়। নবজাগরণ প্রসূত ধ্যানধারণা বই-এর মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়ে। ভৌগোলিক আবিষ্কারের কথাও বইয়ের মাধ্যমে সকলে জানতে পারে। মুদ্রণশিল্প ইউরোপে আধুনিকতা প্রসারে এবং নবজাগরণ প্রসূত মানবতাবাদী চিন্তাধারা বিকাশেও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল।

টুকরো কথা

মুদ্রণযন্ত্র : চিনে কাগজ তৈরির কৌশল আবিষ্কারের পর তা আরবদের হাত ঘুরে ইউরোপে পৌঁছোয়। চিনে কাঠের ব্লকে ছাপার কাজ বা জাইলোগ্রাফি প্রচলিত হয়েছিল তেরো শতকে। জার্মানির মেইনজ শহরে ধাতব টাইপে ছাপাখানার কাজ শুরু করেন জোহানেস গুটেনবার্গ, জোহান কাস্ট এবং পিটার শোফার ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দে। গুটেনবার্গের ছাপাখানা বা মুদ্রণযন্ত্রে প্রতিপাতায় ৪২ লাইন বিশিষ্ট লাতিন ***বাইবেল*** প্রথম প্রকাশিত হয়। এরপর স্ট্রাসবার্গ, কোলন, অগস্‌বার্গ, লিপজিগ শহরে এবং ইউরোপের বাইরে মুদ্রণ শিল্পের প্রসার ঘটে। এর ফলে ইউরোপের বিভিন্ন দেশে আঞ্চলিক ভাষায় জ্ঞানবিজ্ঞান ও সাহিত্যচর্চা শুরু হয়।

- **যুদ্ধ প্রযুক্তির নানা উদ্ভাবন** : ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৫০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যবর্তী সময়ে ইউরোপে যুদ্ধ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে নানা পরিবর্তন আসে। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে বারুদের প্রথম ব্যবহার শুরু হয় চিন দেশে। বারুদকে কাজে লাগানেরা জন্য বন্দুক, কামানসহ নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি হত।

টুকরো কথা

বারুদের ব্যবহার : নতুন সমরাস্ত্র ব্যবহারের ক্ষেত্রে একটা যুগান্তকারী ঘটনা হল বারুদের আবিষ্কার ও তার ব্যবহার। নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যে চিনে প্রথম বারুদ ব্যবহার শুরু হয়। ত্রয়োদশ শতকে রজার বেকন বারুদের ধ্বংসাত্মক ক্ষমতার কথা সবার সামনে তুলে ধরেন। পনেরো শতকে ইউরোপে ব্যাপকভাবে বারুদের ব্যবহার শুরু হয়। বারুদকে কাজে লাগানোর জন্য বন্দুক, কামানসহ নানা ধরনের আগ্নেয়াস্ত্র তৈরি শুরু হয়। ফলে যুদ্ধের ভয়াবহতাও বাড়ে।

খনিতে বিস্ফোরণ ঘটানোর কাজে এবং আতসবাজি বানানোর কাজেও বারুদের ব্যবহার হত।

সমরাস্ত্র হিসেবে গাদাবন্দুক, পিস্তল, কামান, বল্লম, ছোরা প্রভৃতি তৈরি হতে থাকে। ১৪৫০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৫৬০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পশ্চিম ইউরোপের কয়েকটি দেশে রণকৌশলেরও উদ্ভব ঘটে। ডাচ, সুইডিশ এবং চেক সেনারা এক্ষেত্রে অগ্রগামী ভূমিকা পালন করেছিল। এসময় দুর্গ বানানোর পদ্ধতিতেও নানা পরিবর্তন আসে।

যুদ্ধ প্রযুক্তির এই পরিবর্তন ইউরোপে রাষ্ট্র গঠনের ওপর বিশেষ প্রভাব ফেলেছিল। আবার পশ্চিমি শাসকরা সাম্রাজ্য বা দেশের সংহতি সাধন এবং সাম্রাজ্য বিস্তারের হাতিয়ার রূপে বারুদকে দেখেছিলেন। এই সাম্রাজ্য বিস্তার ইতিহাসে **'Gunpowder empire'** নামে পরিচিত। আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহারের প্রবণতা যেমন রাষ্ট্রীয় সুরক্ষা ব্যবস্থাকে নিশ্চিত করেছিল, তেমনি শান্তি প্রতিষ্ঠার উদ্যোগকেও বিঘ্নিত করেছিল।

☛ **আধুনিক বিজ্ঞান দৃষ্টির সূচনা** : নবজাগরণের হাত ধরেই আধুনিক বিজ্ঞানের সূচনা হয়েছিল। কোপারনিকাসের আগে ইউরোপে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড ও প্রকৃতিসংক্রান্ত ধারণা প্রধানত অ্যারিস্টট্‌লের বলবিদ্যা, টলেমির জ্যোতির্বিদ্যা এবং ধর্মশাস্ত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছিল। যে ধারণায় বিশ্বাস ছিল যে, পৃথিবী ব্রহ্মাণ্ডের কেন্দ্রে অবস্থিত। আর তাকে কেন্দ্র করেই চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র আবর্তিত হয়। এসবের সৃষ্টিকর্তা স্বয়ং ঈশ্বর। কিন্তু নবজাগরণের যুগে **কোপারনিকাস** আবিষ্কার করলেন যে, সূর্য স্থির এবং সূর্যকে কেন্দ্র করেই পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ ঘুরছে। তাঁর এই মতবাদ খ্রিস্টান জগতে তীব্র আলোড়ন তোলে।

গ্যালিলিয়ো দূরবীক্ষণ যন্ত্রের উন্নতিসাধন করে জ্যোতির্বিজ্ঞানের কাজে লাগান। তিনি কোপারনিকাসের মতবাদকে সত্য বলে প্রমাণিত করেন। তা ছাড়া সৌরজগৎ, শারীরবিজ্ঞান, চিকিৎসাশাস্ত্র, মাধ্যাকর্ষণ শক্তি প্রভৃতি বিষয়ে বিজ্ঞানচর্চা আরও গতিশীল হয়। এইভাবে দেখা যায় যে কোপারনিকাস বিজ্ঞানচর্চার যে ধারার সূচনা করেছিলেন, তা **নিউটনের** মাধ্যাকর্ষণ শক্তির মধ্যে দিয়ে পরিপূর্ণতা লাভ করে। এ যুগে চিকিৎসাশাস্ত্রের ক্ষেত্রেও নানা পরিবর্তন আসে। যেক্ষেত্রে **লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চি, উইলিয়াম হার্ভে, ফ্রান্সিস বেকন** প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

টুকরো কথা

গ্যালিলিয়ো গ্যালিলি : ইটালির প্রখ্যাত বিজ্ঞানী ছিলেন গ্যালিলিয়ো গ্যালিলি (১৫৬৪ খ্রি.–১৬৪২ খ্রি.)। গতিবিদ্যা, স্থিতিবিদ্যা এবং জ্যোতির্বিদ্যার জগতে তাঁর গুরুত্ব অপরিসীম। তিনিই প্রথম টেলিস্কোপকে উন্নত করে জ্যোতির্বিদ্যা ব্যবহার করেন। তিনি কোপারনিকাসের তত্ত্বের সঙ্গে নানা জায়গায় একমত হয়েছিলেন।
নবজাগরণের যুগের লেখকরূপেও তিনি খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর গ্রন্থগুলির মধ্যে **'দ্য স্ট্যারি মেসেঞ্জার', কনসারনিং দ্য টু নিউ চিফ সিস্টেম অফ দ্য ওয়ার্ল্ড', 'টু নিউ সায়েন্সেস'** প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তাঁর অন্যান্য আবিষ্কারের মধ্যে পেন্ডুলামের সূত্র ও দূরবিন উল্লেখযোগ্য। শেষ জীবনে তিনি অন্ধ অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন।

☛ **সমুদ্রযাত্রা ও নতুন ভূখণ্ড আবিষ্কার**: নবজাগরণ প্রসূত আগ্রহের ফলে পোর্তুগাল, স্পেন, ইটালি প্রভৃতি দেশের শাসক ও বণিকরা সমুদ্রযাত্রা ও বাণিজ্যিক প্রসারে আগ্রহী হন। দিক্‌নির্ণায়ক যন্ত্র বা ম্যারিনারস কম্পাস এবং অ্যাস্ট্রোল্যাব বা গ্রহ-নক্ষত্র নির্ণায়ক যন্ত্র আবিষ্কারের ফলে সমুদ্রযাত্রা আরও সহজ হয়। ১৪৫৩ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পোর্তুগিজরা আফ্রিকার পশ্চিম উপকূলের গিনি আবিষ্কার করেছিল।

টুকরো কথা

ম্যারিনারস কম্পাস : ম্যারিনারস কম্পাস বা দিকনির্ণায়ক যন্ত্র প্রথম আবিষ্কৃত হয় চিনে, হান বংশের (খ্রি.পূ. ২০৬ অব্দ) রাজত্বকালে। পরবর্তীকালে সুং-বংশের শাসনকালে (১০৪০ খ্রি.—১০৪৪ খ্রি.) এই কম্পাস কেবলমাত্র সামরিক ক্ষেত্রে ব্যবহার করা হত। আবার ৭০০ থেকে ১১০০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে চিনে নাবিকরা এই কম্পাস ব্যবহার শুরু করে। ম্যারিনারস কম্পাস আসলে জলপথে যাত্রার জন্য ব্যবহৃত হয়। ১২৩২ খ্রিস্টাব্দ নাগাদ পারস্যেও অনুরূপ একটি কম্পাস প্রচলিত হয়েছিল। পরে ইউরোপে তা প্রচলিত হয়। এর ফলে সমুদ্রযাত্রার সুবিধা হয়।

সর্বোপরি নবজাগরণের ফলে ইউরোপীয়দের মনে যে সাহস, উৎসাহ ও কৌতূহল সৃষ্টি হয়েছিল তা তাদের দুঃসাহসিক সমুদ্র অভিযানের অনুপ্রেরণা জোগায়।

পোর্তুগাল ও স্পেন ছিল ইউরোপীয় সমুদ্রযাত্রার ক্ষেত্রে পথপ্রদর্শক. পোর্তুগালের যুবরাজ **ইনফ্যান্ট্রি হেনরি** সাগ্রেস নামক স্থানে একটি নৌশিক্ষাকেন্দ্র

স্থাপন করেন। পোর্তুগিজ নাবিক **বার্থেলোমিউ দিয়াজ** বিষুবরেখা পেরিয়ে আফ্রিকার পশ্চিম উপকূল ধরে ভারত অভিমুখে যাত্রা করেন। তিনি আফ্রিকার একেবারে দক্ষিণপ্রান্তে একটি অন্তরীপে পৌঁছোন এবং ঝড়ের মুখে পড়েন। তিনি অন্তরীপটির নাম রাখেন **'ঝড়ের অন্তরীপ'**। পোর্তুগালরাও দ্বিতীয় জন এর নাম রাখেন **'উত্তমাশা অন্তরীপ'**।

১৪৯৮ খ্রিস্টাব্দে পোর্তুগিজ নাবিক **ভাস্কো-দা-গামা** উত্তমাশা অন্তরীপ পেরিয়ে দক্ষিণ ভারতের কালিকট বন্দরে আসেন। **পেড্রো কাব্রাল** ভাস্কো-দা-গামা-র পথ ধরেই আমেরিকার ব্রাজিল দেশটি আবিষ্কার করেন। স্পেনে নৌ অভিযানের ক্ষেত্রে বিশেষ উৎসাহ দেখান স্পেনরাজ **ফার্দিনান্দ** ও রানি **ইসাবেলা**। ইটালির জেনোয়ার বাসিন্দা **ক্রিস্টোফার কলম্বাস** স্পেনের রাজার সাহায্যে ১৪৯২ খ্রিস্টাব্দের ৩ আগস্ট তিনটি ছোটো জাহাজ (স্যানটামারিয়া, পিন্টা ও নিনা) ও ৮৭ জন নাবিক নিয়ে যাত্রা করে এক ভূখণ্ডে পৌঁছোন। আসলে সেটি ওয়েস্ট ইন্ডিজ। তবে এই ভূখণ্ডকে তিনি ভারত মনে করেন। তিনি এখানকার অধিবাসীদের 'রেড ইন্ডিয়ান' বলে অভিহিত করেন। কলম্বাসের আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইটালীয় নাবিক **আমেরিগো ভেসপুচি** অতলান্তিক মহাসাগর পেরিয়ে আমেরিকায় পৌঁছোন। তাঁর নামানুসারে মহাদেশটির নাম হয় **আমেরিকা**। **ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান** ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে পাঁচটি জাহাজসহ সমুদ্রযাত্রা করেন এবং ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জে পৌঁছোন। সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার ছিল তাঁর অমরকীর্তি।

সতেরো আঠারো শতকে ডাচ, ইংরেজ, ফরাসি নাবিক এবং বণিকরাও সামুদ্রিক অভিযানে আগ্রহী হন। ফলে ইউরোপীয় দেশগুলির মধ্যে জমি-দখলের লড়াই শুরু হয়।

১.৪ আধুনিক রাষ্ট্রের প্রাথমিক উদ্ভব:

রাষ্ট্রগঠনের ক্ষেত্রেও পনেরো-যোলো শতকে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন দেখা যায়। এই সময়টা ছিল ইউরোপের ইতিহাসে মধ্যযুগ থেকে আধুনিক যুগে উত্তরণের সময়। সামন্ততন্ত্র থেকে পুঁজিবাদে পরিবর্তনের যুগ। এই পরিবর্তন রাষ্ট্র গঠনের ক্ষেত্রেও দেখা যায়। যার ফলে নিরঙ্কুশ রাষ্ট্রের উদ্ভব ঘটে। এই নতুন রাষ্ট্রব্যবস্থা পুরাতন ব্যবস্থাকে গ্রাস করে চূড়ান্তভাবে দুর্বল করে তুলেছিল। তাই একে **চূড়ান্ত রাজতন্ত্রও** বলা হয়।

- **পঞ্চদশ-ষোড়শ শতকে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের গোড়াপত্তন** : ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সে চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। ষোলো শতকে ইংল্যান্ডে টিউডর বংশের রাজা ও রানিদের আমলে নিরঙ্কুশ বা চূড়ান্ত রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। পরবর্তীকালে টিউডর বংশীয় রাজা **অষ্টম হেনরি** ইংল্যান্ডকে জাতীয় রাষ্ট্র বলে ঘোষণা করেন। ফলে ইংল্যান্ড স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্রে উন্নীত হয়।

ইংল্যান্ডের ন্যায় ফ্রান্সেও চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের পত্তন ঘটেছিল। শতবর্ষব্যাপী যুদ্ধের শেষে ফ্রান্সে বিদেশি শক্তির কর্তৃত্ব লোপ পায়। ফরাসি সম্রাট **একাদশ লুই**-এর আমলে রাজতন্ত্র অত্যন্ত শক্তিশালী হয়ে ওঠে। তাঁর পুত্র ও উত্তরাধিকারী **অষ্টম চার্লসের** আমলে ফ্রান্সের ঐক্য সম্পূর্ণ হয়। ফলে ফ্রান্সে একটি কেন্দ্রীভূত দক্ষ ও শক্তিশালী শাসনব্যবস্থা গড়ে ওঠে। পরবর্তীকালে ফ্রান্সে বুরবোঁ রাজবংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়।

১.৫ চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের সংকট (সপ্তদশ শতক):

পনেরো-ষোলো শতকে ইউরোপের প্রায় সর্বত্র নিরঙ্কুশ রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। এই রাজতন্ত্রের ওপর প্রথম আঘাত আসে সতেরো শতকে, ইংল্যান্ডে। পরে তা সমগ্র ইউরোপে ছড়িয়ে পড়ে। এর নেপথ্যে ছিল আর্থসামাজিক অবস্থা, সামন্ত ব্যবস্থা ও ধনতন্ত্রের উত্থানের প্রভাব।

টিউডর রাজা **অষ্টম হেনরির** আমলে যেমন ইংল্যান্ডে ধর্মসংস্কার হয়। তেমনি সতেরো শতকে ইংল্যান্ডে গৃহযুদ্ধ বা পিউরিটান বিপ্লব সংঘটিত হয়।

ইংল্যান্ডের স্টুয়ার্ট বংশের রাজা **প্রথম জেমস** ও তাঁর পুত্র **প্রথম চার্লস** ইংল্যান্ডে এক ধরনের প্রতিক্রিয়াশীল শাসনব্যবস্থার সূচনা করেন। বাকিংহামের ডিউক তাঁকে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করেছিলেন। চার্লস পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা চালু করেন। ১৬৪০ খ্রিস্টাব্দে রাজা ও পার্লামেন্টের মধ্যে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়। এই যুদ্ধে অলিভার ক্রমওয়েলের নেতৃত্বে পার্লামেন্ট জয়ী হয় ও রাজা নিহত হন। ১৬৫৩ খ্রিস্টাব্দে **অলিভার**

ক্রমওয়েলের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৬৫৮ খ্রিস্টাব্দে তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র রিচার্ডের সঙ্গে আবার পার্লামেন্টের বিরোধ শুরু হয়। এই প্রেক্ষিতে প্রথম চার্লস-এর পুত্র **দ্বিতীয় চার্লসকে** রাজা করে স্টুয়ার্ট বংশের পুনঃপ্রতিষ্ঠা হয়। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা হন তাঁর ভাই **দ্বিতীয় জেমস**। এসময় ধর্মকে কেন্দ্র করে আবার রাষ্ট্রবিপ্লবের সূচনা হয়। ১৬৮৮ খ্রিস্টাব্দে দ্বিতীয় জেমসের জামাতা উইলিয়াম ইংল্যান্ড আক্রমণ ও অধিকার করেন। যা **গৌরবময় বিপ্লব** নামে পরিচিত। ফলে ইংল্যান্ডে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়।

তবে পরবর্তী প্রায় ১০০ বছর ইউরোপের অন্যত্র চূড়ান্ত রাজতন্ত্রের অস্তিত্ব ছিল।

- **মুক্তচিন্তার বিকাশ-যুক্তিবাদের যুগ** : সতেরো শতকে মানুষের চিন্তাভাবনার ক্ষেত্রে ব্যাপক পরিবর্তন আসে। এ সময় সমাজ, রাষ্ট্র, জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই মুক্তচেতনা, যুক্তিবাদ ও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদের উন্মেষ ঘটেছিল। আধুনিক যুগের সূচনাপর্বে যুক্তিবাদ ও মুক্তচিন্তার বিকাশ ঘটে। যার ফলে মানুষ অন্ধবিশ্বাসের পরিবর্তে সবকিছুকে যুক্তির আলোকে যাচাই করে নিতে থাকে। ইউরোপে মধ্যযুগের শেষদিকে প্রথমে স্কুলমেন নামে পরিচিত পণ্ডিতরা যুক্তি দিয়ে সবকিছু ভাবনা-চিন্তার কথা বলেন। নরম্যান্ডির পাদরি **সেন্ট আনসেন** ও ফরাসি পণ্ডিত **পিটার অ্যাবেলার্ড** এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য।

মধ্যযুগীয় চিন্তাভাবনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ঈশ্বর ও ঈশ্বরকেন্দ্রিক পৃথিবী। আর নতুন ভাবনা ছিল মানবকেন্দ্রিক। যা মানুষকে মুক্ত চিন্তায় উদ্‌বুদ্ধ করে। দার্শনিক **টমাস হবস ও জন লক** ছিলেন এ যুগের দার্শনিক ভাবধারার পরিবর্তনের ধারক ও বাহক। হবস-এর ***লেভিয়াথান*** এবং ***লক-এর টু ট্রিটিস টু গভর্নমেন্ট*** গ্রন্থ দুটি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। লক স্পষ্টভাবেই জানিয়েছিলেন যে, মানুষ পর্যবেক্ষণ, অভিজ্ঞতা, বিজ্ঞান ও যুক্তির মধ্যে দিয়ে পরিশীলিত জ্ঞান অর্জন করে।

এক্ষেত্রে **হিউম, বেন্থাম, জেমস মিল, মন্তেস্কু ও রুশোর** উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল।

KEY POINTS

- **800 খ্রিস্টাব্দে** ফ্রাঙ্ক বংশীয় রাজা শার্লাম্যান প্রথম পবিত্র রোমান সাম্রাজ্যের সম্রাটের পদ লাভ করেন।
- **1056 খ্রিস্টাব্দে** চতুর্থ হেনরির আমলে পোপ-সম্রাট বিরোধ চরমে পৌঁছায়।
- **1861 খ্রিস্টাব্দে** রুশজার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার ভূমিদাস প্রথার বিলোপ ঘটান।
- **চতুর্দশ থেকে ষোড়শ শতক**—ইটালিতে রেনেসাঁস বা নবজাগরণের উদ্ভব ও বিকাশ। মানবতাবাদের বিকাশ।
- **1852-1519 খ্রিস্টাব্দে** নবজাগরণের যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্পী লিওনার্দো-দ্য-ভিঞ্চির জীবনবৃত্ত।
- **1475-1568 খ্রি.** অন্যতম শিল্পী মিকেলেঞ্জেলোর জীবনবৃত্ত।
- **1450 খ্রিস্টাব্দে** জার্মানিতে মুদ্রণযন্ত্র বা ছাপাখানার আবিষ্কার।
- **1450-1550 খ্রিস্টাব্দ**—ইউরোপে যুদ্ধ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে পরিবর্তন।
- **1564-1642 খ্রিস্টাব্দ** স্যার আইজাক নিউটনের জীবনবৃত্ত।
- **1498 খ্রিস্টাব্দ**—পোর্তুগিজ নাবিক ভাস্কো-দা-গামার ভারতের কালিকট বন্দরে আগমন।
- **1519 খ্রিস্টাব্দে** ফার্দিনান্দ ম্যাগেলান কর্তৃক ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ আবিষ্কার।
- **1642 খ্রিস্টাব্দে** চূড়ান্ত রাজতন্ত্রে সংকট।

Special Tips

- শার্লাম্যানের পরামর্শদাতা আলকুইন-পোপ, পূর্বরোমান সাম্রাজ্যের সম্রাট এবং শার্লাম্যানকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি বলে মনে করতেন।
- একাদশ শতকে সম্রাট ও পোপের দ্বন্দ্ব যখন তীব্র আকার নেয়। তখন একদিকে ছিলেন জার্মান সম্রাট চতুর্থ হেনরি এবং অপরদিকে ছিলেন পোপ সপ্তম গ্রেগরি।

- ইটালির চিত্রকর ও স্থপতি ছিলেন জর্জোভাজারি।
- কথিত আছে লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি গভীর রাতে মাটি খুঁড়ে শবদেহ ব্যবচ্ছেদ করে মানুষের শারীরিক গঠন পরীক্ষা করতেন।
- ফ্লোরেন্সে মিকেলেঞ্জেলোর পরিবার এক পাথর খোদাইকারী পরিবারের সঙ্গে বাস করত।
- ১৫০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ছাপা বইগুলিকে বলা হত ইনকুনাবুলা।
- সামুদ্রিক অভিযানগুলির ক্ষেত্রে **'G'** অক্ষরটি গুরুত্বপুর্ণ। যার মাধ্যমে Good, Gold এবং Glory বোঝায়।
- জন লকের আদর্শে ইংল্যান্ডের 'গৌরবময় বিপ্লব' চালু হয়েছিল।

MIND MAP

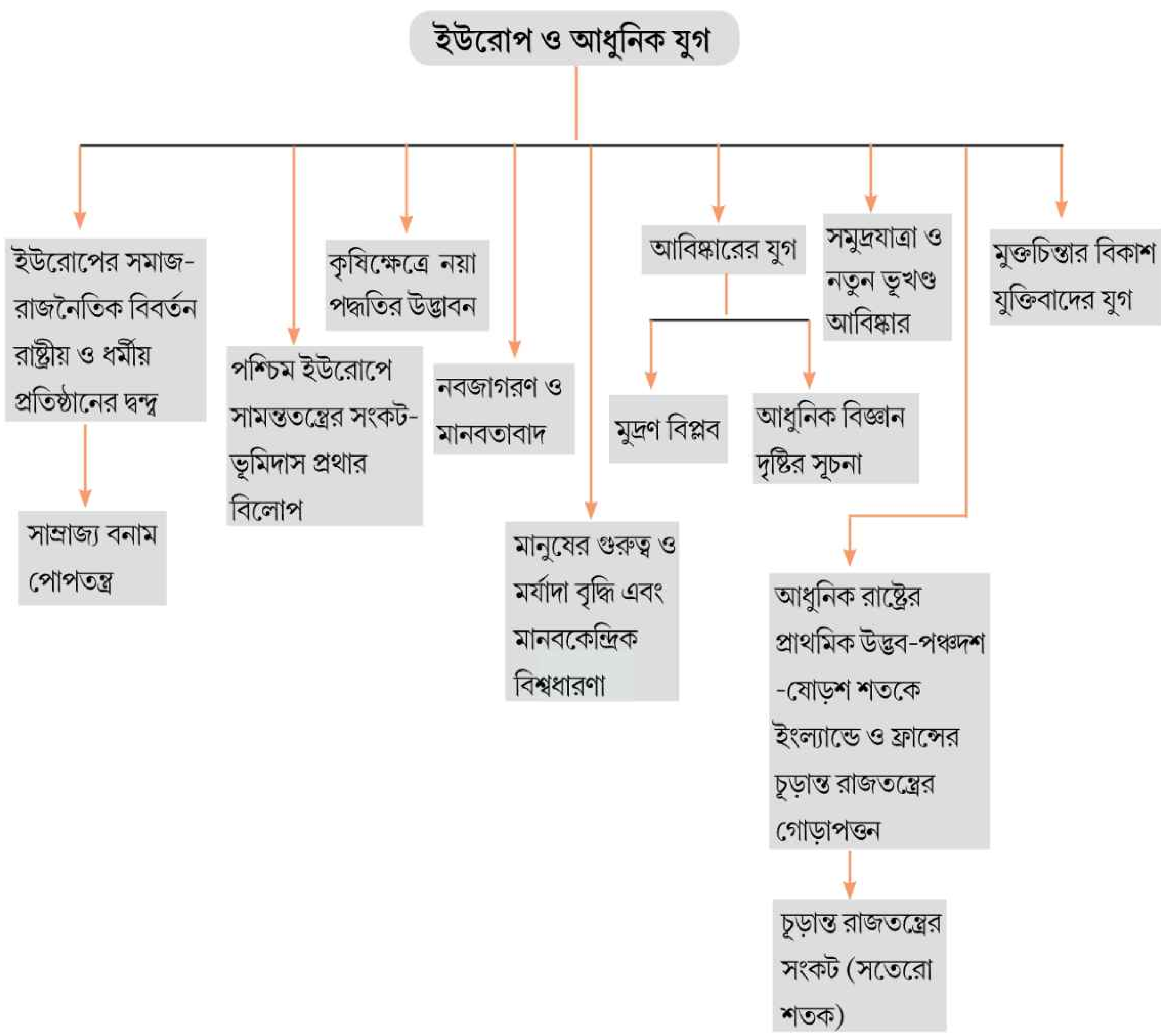

দ্বিতীয় অধ্যায়

ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

অধ্যায়ের সংক্ষিপ্ত ধারণা

- **সূচনা**: ফরাসি বিপ্লব ছিল আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধের পর বিশ্ব ইতিহাসের সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব পুরাতনতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে ফ্রান্সের সমাজ, রাষ্ট্রনীতি এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে ব্যাপক ও সর্বাত্মক পরিবর্তনের সূচনা করেছিল।

২.১ 'রাজনৈতিক কারাগার' ও 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' হিসেবে ফ্রান্স

ফরাসি বিপ্লব প্রসঙ্গে ঐতিহাসিকগণ নানান মতামত দিয়েছেন। **জর্জ লেফেভর** বলেছেন, ফরাসি বিপ্লবের উৎস অনুসন্ধান করতে হবে তার অতীত ইতিহাসের মধ্যে।

- **রাজনৈতিক কারাগার হিসেবে ফ্রান্স**:

ফ্রান্সের রাজারা পুরাতনতন্ত্র এবং ঈশ্বরপ্রদত্ত ক্ষমতায় বিশ্বাস করতেন। তাঁরা ছিলেন স্বৈরাচারী। ফলে ১৭৫ বছর স্টেটস জেনারেলের সভা আহ্বান করা হয়নি। প্রজারা নিজেদের মতামত জানানোর সুযোগ পায়নি এতকাল। এই রাজনৈতিক অস্থিরতার জন্য **ভলতেয়ার** ফরাসি রাজতন্ত্রকে **'রাজনৈতিক কারাগার'** রূপে অভিহিত করেছেন।

- **রাজাদের দুর্বলতা**: ফরাসি শাসকরা ছিলেন বিলাসী, পরিশ্রমবিমুখ এবং অমিতব্যয়ী। দুর্বলচিত্ত **ষোড়শ লুইয়ের** আমলে রাজতন্ত্র অবক্ষয়ের শেষ সীমায় এসে পৌঁছায়।
- **স্বৈরাচারী শাসনব্যবস্থা**: রাজাদের এই দুর্বলতার ফলে শাসনব্যবস্থা অভিজাতদের হাতে চলে যায়। দুর্নীতিগ্রস্ত, নিষ্ঠুর **'ইনটেনডেন্ট'** নামের রাজকর্মচারীরা প্রজাদের থেকে কর আদায়ের নামে লুণ্ঠন করত। বিচারব্যবস্থা ছিল প্রহসন। **'লেতর দ্য ক্যাশে'** নামক গ্রেপ্তারি পরোয়ানার সাহায্যে সাধারণ নাগরিকদের বিনা বিচারে কারারুদ্ধ করে রাখা হত।

> **টুকরো কথা**
>
> **অঁসিয়া রেজিম**: ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্স তথা সারা ইউরোপে যে রাজনৈতিক, সামাজিক এবং অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল, সাধারণভাবে এই ব্যবস্থাকেই **অঁসিয়া রেজিম** বা **'পুরাতনতন্ত্র'** বলা হয়। এই ব্যবস্থার মূলকথা ছিল অসাম্য। সমাজের উপরতলায় ছিল অধিকারপ্রাপ্ত বিশেষ সুবিধাভোগী শ্রেণি। আর বাকিরা অধিকারহীন, বঞ্চিত দরিদ্র শ্রেণি।

- **"ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর" হিসেবে ফ্রান্স**:
রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা, রাজা এবং রাজকর্মচারীদের আর্থিক দুর্নীতি, কৃষকদের থেকে রাজস্বের সিংহভাগ আদায়, একদিকে মুদ্রাস্ফীতি অন্যদিকে অভ্যন্তরীণ শুল্ক আইনের জন্য দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, অবাধ বাণিজ্যের অভাব— ইত্যাদি কারণে ফ্রান্সকে **'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর'** বলেছেন প্রখ্যাত অর্থনীতিবিদ **অ্যাডাম স্মিথ** তাঁর ***ওয়েলথ অব নেশনস*** গ্রন্থে।
- **আর্থিক বিপর্যয়**: ফ্রান্সে মুদ্রাস্ফীতির কারণে খাদ্যদ্রব্য এবং নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম বৃদ্ধি পেয়েছিল, কিন্তু মজুরি সেই হারে বাড়েনি। এর মধ্যে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের কারণে শস্যহানি হলে ক্ষুধার্ত মানুষের দল খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম থেকে শহরে ছুটে গেলে সেখানে 'রুটির দাঙ্গা' শুরু হয়। ষোড়শ লুই এর কোনও প্রতিকার করতে পারেননি, কারণ কোনওরকম আর্থিক সংস্কার করতে গেলেই যাজক এবং অভিজাত শ্রেণি তাঁকে বাধা দিয়েছে।
- **ভ্রান্ত অর্থনীতির ফলে দেউলিয়া কোশাগার**— চতুর্দশ লুইয়ের ভ্রান্ত যুদ্ধনীতি, পঞ্চদশ লুইয়ের বিলাসিতার কারণে রাজকোশের প্রচুর অর্থ ব্যয় হয়েছিল। এ ছাড়া রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা, প্রচুর ঋণ, প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয় করতে হত। ফলে ফরাসি কোশাগার দেউলিয়া হয়ে যায়।
- **কর ব্যবস্থার সংক্ষিপ্ত পরিচয়**: ফ্রান্সের মোট রাজস্বের মাত্র ৪ শতাংশ অধিকারভোগী সম্প্রদায়কে

(যাজক ও অভিজাত) দিতে হতো। বাকি ৯৬ শতাংশ বহন করত সমাজের তৃতীয় শ্রেণিভুক্তরা। প্রত্যক্ষ কর— **টেইলি**, **ভিংটিয়েমে** এবং **ক্যাপিটেশন** দিতে হত তৃতীয় সম্প্রদায়কে। এ ছাড়া তাদের পরোক্ষ কর **গ্যাবেল, টাইথ, এডস, কর্ভি, বানালি** দিতে হত। ফলে তাদের জীবনধারণ দুষ্কর হয়ে উঠেছিল। যার ফলে কৃষকরা বছরের অনেকটা সময় শুধু আলু খেয়ে কাটাত।

ফ্রান্সের ত্রুটিপূর্ণ করব্যবস্থায় কৃষকরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। কর আদায়ের নামে দৈহিক নির্যাতন তো ছিলই, এ ছাড়া ছিল বেগার খাটানো। পোইসির চুক্তি অনুসারে বিশপরা স্বেচ্ছাকর দিত। কিন্তু সরকার নিয়মিত এই কর পেত না।

২.২ ফরাসি বিপ্লবের পূর্ববর্তী ফরাসি সমাজকাঠামো ও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা

- **সামাজিক কাঠামো**: ফরাসি বিপ্লবের আগে ফ্রান্সের জনসাধারণ তখন তিনটি এস্টেট-এ বিভক্ত ছিল। যাজক শ্রেণি প্রথম এবং অভিজাতরা দ্বিতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। তৃতীয় সম্প্রদায়মুক্ত ছিল সাঁ-কুলোৎরা।
- **প্রথম সম্প্রদায়**: প্রথম সম্প্রদায়ভুক্ত **যাজক** শ্রেণি ছিল মোট জনসংখ্যার ১ শতাংশরও কম। কিন্তু ফ্রান্সের চাষযোগ্য জমির ১/৫ ভাগ ছিল চার্চের সম্পত্তি। যাজক শ্রেণি তাদের প্রদেয় স্বেচ্ছাকর নিয়মিত দিত না। অথচ বিপুল পরিমাণ ভূমির আয় থাকা সত্ত্বেও তারা জনসাধারণের থেকে ধর্মকর, মৃত্যুকর, বিবাহকর আদায় করত। এই সমস্ত সুযোগসুবিধা ভোগ করত বিশপ, ক্যানন এবং মঠাধ্যক্ষরা। গ্রামের পাদরিদের ছিল করুণ অবস্থা। তারা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল।
- **দ্বিতীয় সম্প্রদায়**: সমাজের দ্বিতীয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল **অভিজাত** শ্রেণি। ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে ফ্রান্সে মাত্র ৩ লক্ষ ৫০ হাজার অভিজাত বাস করত। কৃষিজমির এক তৃতীয়াংশ ছিল এদের দখলে। এরা কোনও রাজস্ব দিত না, বরং প্রজাদের থেকে সামন্তকর আদায় করত। সরকারি উচ্চপদ, প্রশাসন ছিল এদের দখলে। অভিজাতদের দুটো শ্রেণি ছিল—(১) **জন্মসূত্রে অভিজাত**— মূলত রাজদরবার এবং প্রশাসনের উচ্চপদগুলি ছিল এদের দখলে। (২) **কর্মসূত্রে অভিজাত**— আর্থিক সমস্যা মেটানোর জন্য উচ্চ বুর্জোয়াদের কাছে সাবেকি অভিজাতরা উচ্চ প্রশাসনিক পদ বিক্রি করেছিল। এরা কর্মসূত্রে অভিজাত নামে পরিচিত।
- **তৃতীয় সম্প্রদায়**: পুরাতনতন্ত্রের বিচারে ধনী বুর্জোয়া থেকে দরিদ্র চাষি, **সাঁ-কুলোৎ** সবাই তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। এই শ্রেণিভুক্ত বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্তরাই ছিল বিপ্লবের অগ্রদূত। বুর্জোয়াদের শ্রেণিবিভাগ ছিল— বড়ো ব্যবসায়ী, শিল্পপতিরা ছিল উচ্চশ্রেণিভুক্ত। অধ্যাপক, চিকিৎসক, আইনজীবী ছিল মধ্যসম্প্রদায়ভুক্ত এবং কারিগর, কৃষক, শ্রমিক, ছোটো ব্যবসায়ীরা ছিল নিম্ন শ্রেণিভুক্ত। এরা ছিল শিক্ষিত, প্রগতিশীল। কিন্তু বংশকৌলিন্য না থাকার ফলে রাষ্ট্রীয় মর্যাদা এবং রাজনৈতিক অধিকার থেকে এরা বঞ্চিত হয়েছিল।

টুকরো কথা

থার্ড এস্টেট: প্রাক-ফরাসি বিপ্লব পর্বে ফ্রান্সের সমাজের সর্বনিম্ন স্তরে ছিল **থার্ড এস্টেট** বা **তৃতীয় সম্প্রদায়**। ফ্রান্সের গরিব থেকে ধনী, শিক্ষিত থেকে অশিক্ষিত সব রকম মানুষেরই অস্তিত্ব ছিল এই শ্রেণিতে। ফরাসি বুর্জোয়া শ্রেণি, উচ্চপদস্থ প্রশাসক, ব্যাংকার, শিল্পপতি, ডাক্তার, উকিল, শিক্ষক, লেখক, ব্যবসায়ী, বড়ো কৃষক প্রমুখ এই শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল।

এরা ছিল ফ্রান্সের জনসংখ্যার ৯৭ ভাগ। এরা সবরকমের সামাজিক ও রাজনৈতিক সম্মান ও অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল।

- **বুর্জোয়া শ্রেণি**: জনসংখ্যার প্রায় ৯৭ শতাংশ বুর্জোয়া বা তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্ত। এর মধ্যে নানা উপশ্রেণি ছিল। যেমন বড়ো ব্যবসায়ী, শিল্পপতি ও ব্যাংকার, আইনজীবী, চিকিৎসক, শিক্ষক, কারিগর, দোকানদার, কৃষক, শ্রমিক, সাঁ-কুলোৎ প্রভৃতি তৃতীয় সম্প্রদায়ের লোক ছিল। বিদ্যা-বুদ্ধি-অর্থবলে এদের অনেকেই অভিজাতদের থেকে শক্তিশালী ছিল। কিন্তু বংশকৌলিন্য ছিল না বলে সমাজ এবং রাষ্ট্রের চোখে তারা ছিল হীন। তাই তাদের দাবি ছিল সামাজিক সম্মান এবং স্বীকৃতির মাপকাঠি হবে যোগ্যতা, বংশকৌলিন্য নয়।

টুকরো কথা

সাঁ-কুলোৎ : সাঁ-কুলোৎ-এর আভিধানিক অর্থ হল যারা ব্রিচেস পরত না এবং ঢিলেঢালা 'পাতলুন' পরত। ছোটোখাটো কারিগর, দোকানদার, দিনমজুর — এদের সাঁ-কুলোৎ বলা হত। এরা শহরতলিতে বাস করত। এদের জীবনযাত্রার মান খুব নীচু ছিল। এরা ছিল বিপ্লবের জঙ্গি সমর্থক।

টুকরো কথা

'বুর্জোয়াসি: 'বার্গেস' বা 'বুর্গেস' শব্দ থেকে 'বুর্জোয়াসি' শব্দটা এসেছে। যার অর্থ হল শহরবাসী। অর্থাৎ ধনী, বণিক, সাধারণ দোকানদার, কারিগর, চাকুরিজীবী, বুদ্ধিজীবী সকলেই ছিল **বুর্জোয়া**। বুর্জোয়াদের শ্রেণিবিভাগ ছিল--- বড়ো শিল্পপতি, ব্যবসায়ী ও ব্যাংকাররা ছিল উচ্চ বুর্জোয়া। আইনজীবী, অধ্যাপক, চিকিৎসকরা মধ্য বুর্জোয়া এবং কারিগর, ছোটো ব্যবসায়ীরা ছিল নিম্ন বুর্জোয়া। এরা ছিল ফরাসি সমাজের তৃতীয় শ্রেণিভুক্ত।

- **দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা:** বুরবোঁ বংশের রাজারা নিজেদের ঈশ্বরের প্রতিনিধি রূপে মনে করতেন। তাঁরা নিজেদের মনুষ্যশ্রেষ্ঠ এবং পূজনীয় বলে মনে করতেন। দৈব রাজতন্ত্রের আড়ালে নিজেদের স্বৈরাচার এবং স্বেচ্ছাচার চালিয়ে যেতেন রাজারা। দৈব অধিকারের অজুহাতে রাজা এস্টেট জেনারেলের দরজা ১৭৫ বছর বন্ধ রেখেছিলেন। দুর্নীতিগ্রস্ত কুশাসনে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছিলেন। বিদেশ নীতি নির্ধারণ, আধুনিক ও অভ্যন্তরীণ সংস্কারকার্যে আগ্রহ দেখাননি।

২.৩ ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি বিষয়ে দার্শনিকদের সমালোচনার বিভিন্ন ধারা

আঠারো শতকে ফ্রান্সে একদল সাহিত্যিক ও দার্শনিকের আবির্ভাব হয়। ঐতিহাসিক টেইন, রুস্তান প্রমুখ মনে করেন যে সেইসব দার্শনিকরা সমকালীন সমাজ, রাজনীতি, অর্থনীতি ও ধর্মীয় জীবনের সর্বস্তরে পরিব্যাপ্ত অনাচার ও দুর্নীতির তীব্র সমালোচনা করে জাতীয় জীবনে বিপ্লবের সূচনা করেন।

- **মন্তেস্কু:** ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ *দ্য স্পিরিট অব লজ*-এ বুরবোঁ রাজাদের দৈব অধিকারের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং ব্যক্তি-স্বাধীনতা সংরক্ষণের জন্য রাষ্ট্রের শাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথক করার দাবি জানান। *দি পার্সিয়ান লেটার্স* গ্রন্থে লেখক ফ্রান্সের প্রচলিত সমাজব্যবস্থার ত্রুটিবিচ্যুতির প্রতি বিদ্রুপ করে জনগণকে বিপ্লবে উদ্বুদ্ধ করেছিলেন।
- **ভলতেয়ার:** দার্শনিক ভলতেয়ার যাজক এবং অভিজাতদের দুর্নীতি এবং ব্যাভিচার চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর রচিত ***কাঁদিদ*** এবং ***লেতর ফিলজফিক*** গ্রন্থ দুটিতে তিনি নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র, শাসনতান্ত্রিক সংস্কার, ব্যক্তিস্বাধীনতা, প্রজাকল্যাণের সমর্থন করেছিলেন। রাষ্ট্রের দ্বারা ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকারকে খর্ব করার বিরুদ্ধেও তিনি সোচ্চার প্রতিবাদ করেছিলেন।
- **রুশো:** সাম্যবাদী সমাজের সমর্থক রুশো সামাজিক বৈষম্য ও শ্রেণিশোষণের বদলে এক সুস্থ, সুন্দর সমাজ গঠনের স্বপ্ন দেখিয়েছিলেন মানুষকে। তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ ***সোশ্যাল কন্ট্রাক্ট*** বা ***সামাজিক চুক্তি***। এই গ্রন্থে তিনি বলেন যে, আদিম যুগে মানুষ এক অলিখিত চুক্তির দ্বারা কোনো ব্যক্তিকে শাসক পদ দান করেছে। অর্থাৎ, রাষ্ট্র হল জনগণের ইচ্ছার প্রতিফলন। তাঁর *'অরিজিন অব ইনইকুয়ালিটি'* বা *'অসাম্যের সূত্রপাত'* গ্রন্থে তিনি দেখিয়েছেন যে মানুষ সমান অধিকার নিয়ে জন্মগ্রহণ করলেও সমাজ ব্যবস্থায় সে প্রতিপদে বঞ্চিত হয়। তাঁর সামাজিক চুক্তি মতবাদ ফরাসি প্রজাদের মনে রাজার অহেতুক কর্তৃত্বের বিরুদ্ধে প্রেরণা জুগিয়েছিল।
- **ডেনিস দিদেরো ও ডি. অ্যালেমবার্ট:** ফরাসি সাহিত্যিক ডেনিস দিদেরো ও ডি. অ্যালেমবার্ট ফ্রান্সের রাষ্ট্র, সমাজ ও প্রশাসনের নানা ত্রুটিবিচ্যুতি তুলে ধরতে গিয়ে ৩৫ খণ্ডের ***বিশ্বকোষ*** রচনা করেন। তাঁরা এতে নানাবিধ রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক, ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ব্যাখ্যা দেন।
- **ফিজিওক্র্যাট পন্থা:** ফ্রান্সের শিল্প এবং বাণিজ্যনীতি রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রণ করত। সেই সময় ফ্রান্সে 'ফিজিওক্র্যাট' নামে নতুন এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদ শিল্প এবং বাণিজ্যে রাষ্ট্রের হস্তক্ষেপের বিরোধিতা করেন।

তাঁরা **অ্যাডাম স্মিথ**-এর মতানুসারে অবাধ বাণিজ্য নীতির সমর্থন করেন এবং মার্কেন্টাইল মতবাদ ও সংরক্ষণ নীতির বিরোধিতা করেন। **কুইসনে** ছিলেন এই মতবাদের অন্যতম প্রবক্তা।

- **সামাজিক ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টনে অসাম্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠন**:

দার্শনিকদের বক্তব্য সংবাদপত্র এবং সাময়িকপত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের কাছে পৌঁছে যেত। এ ছাড়া গণসংগীত, কাহিনি, নাটক ও ব্যঙ্গচিত্রের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের চেতনার পরিবর্তন ঘটে, তারা পুরাতনতন্ত্রের প্রতি আস্থা হারিয়ে ফেলে। এ কারণেই ফ্রান্সে সামাজিক ক্ষমতা ও সম্পদ বণ্টনের অসাম্যের বিরুদ্ধে জনমত গঠিত হয়েছিল। ফ্রান্সের সাধারণ মানুষ বৈষম্যের অবসানের জন্য বিপ্লবের সমর্থক হয়ে ওঠে।

অভিজাতদের তরফে রাজার বিরোধিতা

- **আর্থিক সংকট**: সিংহাসনে বসেই রাজা যোড়শ লুই অর্থসংকটে পড়েন। কারণ পূর্ববর্তী রাজাদের বিলাসব্যসন, অমিতব্যয়িতার ফলে রাজকোশ শূন্য হয়ে পড়েছিল। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধে অংশগ্রহণের ফলে অর্থসংকট তীব্রতর হয়ে দেখা দেয়।
- **সংস্কারের উদ্যোগ ও বিরোধিতা**: যোড়শ লুই **তুর্গোকে** অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করলে তিনি কয়েকটি প্রগতিমূলক সংস্কারের প্রস্তাব দেন। কিন্তু অভিজাতরা সেই প্রস্তাব অগ্রাহ্য করে এবং তুর্গোকে পদচ্যুত করে **নেকারকে** অর্থমন্ত্রী নিয়োগ করে। তিনি কিছুদিন ঋণ সংগ্রহ করে কাজ চালান। ঋণ আর না পাওয়া গেলে নেকার ব্যয়সংকোচের কথা বললে তিনিও পদচ্যুত হন। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী **ক্যালোন** করদানে রদবদল করেন ও অভিজাতদের ওপরে কর আরোপ করেন এবং অবাধ বাণিজ্য নীতি প্রবর্তন করেন। পরবর্তী অর্থমন্ত্রী **ব্রিয়েন** অভিজাতদের ওপরে কর বসাতে গেলে অভিজাতদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভ বিদ্রোহের আকার নেয়।

অভিজাতদের সঙ্গে যোগ দেয় বুর্জোয়া শ্রেণি। ফলে রাজতন্ত্র দুর্বল হয়ে পড়ে। অভিজাতরা মনে করেছিল স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকলে রাজার স্বৈরাচার বন্ধ হবে এবং তাদের পূর্বের অধিকার বজায় থাকবে। ফলে তারা রাজাকে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন ডাকতে বাধ্য করে। কিন্তু তারা বুঝতে পারেনি যে রাজতন্ত্রকে দুর্বল করতে গিয়ে আসলে তারা পুরাতনতন্ত্রকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

- **তৃতীয় শ্রেণির প্রাধান্য**: অভিজাতদের বিদ্রোহ এবং অর্থনৈতিক সংকট থেকে মুক্তি লাভের জন্য ১৭৫ বছর পরে ভার্সাই নগরীতে রাজা যোড়শ লুইয়ের আহ্বানে ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৫ মে স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন বসে। এতদিন জাতীয় সভার প্রতিনিধিরা তিনটি পৃথক কক্ষে বসত এবং ভোট হত সম্প্রদায়পিছু। যাজক এবং অভিজাতদের স্বার্থ ছিল একই ধরনের। তাই তাদের মিলিত ভোট হত দুটো। ফলে তাদের স্বার্থই রক্ষিত হত।
- **রাজার সাথে তৃতীয় সম্প্রদায়ের দ্বন্দ্ব**: এই অধিবেশনে তৃতীয় সম্প্রদায়ভুক্তরা সম্প্রদায়ের ভোটদানের বদলে মাথাপিছু ভোটদানের অধিকার দাবি করে। বেশ কিছু উদারপন্থী অভিজাতরা তৃতীয় সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ দিলে এই সম্প্রদায় শক্তিশালী হয়ে ওঠে। রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি নাকচ করলে ক্ষুব্ধ প্রতিনিধিরা তাঁদের সবাইকেই 'জাতীয় সভা'র মুখপাত্র ঘোষণা করেন।
- **টেনিস কোর্টের শপথ**: ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা তাঁদের সভাগৃহের সামনে উপস্থিত হয়ে দেখলেন যে, এই সভাগৃহটি বন্ধ করা হয়েছে। ফলে, তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা ক্ষুব্ধ হন। তখন তাঁরা জিয়াতঁ্যর নামে এক ব্যক্তির নেতৃত্বে সন্নিহিত একটি টেনিস খেলার মাঠে সমবেত হয়ে প্রতিজ্ঞা করলেন যে, যতক্ষণ না তাঁরা ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা করছেন। ততক্ষণ তাঁদের ঐক্য অটুট থাকবে। এই ঘটনা **'টেনিস কোর্টের শপথ'** নামে পরিচিত।
- **তৃতীয় সম্প্রদায়ের জয়**: টেনিস কোর্টের শপথ ছিল ফ্রান্সে প্রত্যক্ষ রাজ-বিরোধিতার উদাহরণ। ফলে ১৭৮৯ খ্রি. ২৩ জুন রাজা যোড়শ লুই একটি রাজকীয় অধিবেশন আহ্বান করেন এবং তৃতীয় সম্প্রদায়ের সমস্ত কার্যাবলিকে বেআইনি ঘোষণা করেন। সকল সদস্যদের সভাকক্ষ ত্যাগের নির্দেশ দেন। তৃতীয় সম্প্রদায়-এর বিরোধিতা করে। ২৭

জুন রাজা তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি মেনে নিতে বাধ্য হন। জাতীয় সভাগঠনের কাজ সম্পূর্ণ হয়। এইভাবে তৃতীয় সম্প্রদায়ের জয় হয়।

২.৪ বাস্তিল দুর্গের পতন

তৃতীয় সম্প্রদায়ের দাবি রাজা ষোড়শ লুই মেনে নিলে প্যারিস ও ভার্সাইয়ের জনতা উৎসাহিত হয়। গ্রাম থেকে হাজার হাজার নিরন্ন মানুষ এসে শহরের সর্বহারাদের সঙ্গে যোগ দেয়। খাদ্যের দাবিতে প্যারিস উত্তাল হয়ে ওঠে। জনগণ লুঠপাট চালায়। কারারক্ষীদের হত্যা করে উত্তেজিত জনতা ১৭৮৯ খ্রি. ১৪ জুলাই কুখ্যাত বাস্তিল দুর্গের দখল নেয়। বাস্তিল দুর্গের পতন হলে রাজধানী প্যারিসের ওপরে রাজার আর কোনও নিয়ন্ত্রণ থাকে না। বাস্তিলের পতন হলে রাজা এবং অভিজাতরা হীনবল হয়ে পড়ে। বাস্তিল পতনের দিনটিকে বুর্জোয়ারা 'জাতীয় দিবস' ঘোষণা করে। লাফায়েৎ-এর নেতৃত্বে 'জাতীয় রক্ষীবাহিনী' গঠিত হয়।

জাতীয় সভা-সংবিধান সভা

- **সংবিধান রচনা** : স্টেটস জেনারেলের অধিবেশনে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা নিজেদের 'জাতীয় সভা' বলে ঘোষণা করে। টেনিস কোর্টের শপথের মাধ্যমে এই সভা সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে। সংবিধান সভায় পরিণত হয়। **মুনিয়ের, লাফায়েৎ, মিরাবোঁ** প্রমুখ দু'বছর ধরে ফ্রান্সের জন্য সংবিধান রচনা করেন। এই সংবিধান **'১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান'** নামে পরিচিত। এটি ছিল ফ্রান্সের প্রথম লিখিত সংবিধান। এর মাধ্যমে মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক স্বৈরতন্ত্রের বদলে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষিত হয়।
- **সামন্তপ্রথার বিলুপ্তি এবং 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারপত্র'**—

  সংবিধান সভা এক ঘোষণা মারফত সামন্ত প্রথা বিলোপ করে এবং 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারপত্র ঘোষণা' র মাধ্যমে নাগরিকদের স্বাধীনতা, সমানাধিকার, বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা প্রভৃতি স্বীকার করে নেয়।

  সংবিধান-সভার কার্যাবলিকে চারভাগে ভাগ করা যায়— (ক) শাসনতান্ত্রিক, (খ) অর্থনৈতিক, (গ) বিচারবিভাগীয়, (ঘ) গির্জার পুনর্গঠন।

(ক) **শাসনতান্ত্রিক সংস্কার**: মন্তেস্কুর ক্ষমতা- বিভাজন নীতি অনুসারে শাসন বিভাগ, আইন বিভাগ এবং বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণ পৃথক করা হয়। অর্থনীতি এবং বিচার বিভাগের পুনর্গঠন করা হয়। রাজার ঐশ্বরিক অধিকার লোপ করা হয়। কিন্তু তিনি ছিলেন সংবিধানের প্রধান, জনগণের প্রতিনিধি। শাসনকার্যের সুবিধার জন্য ফ্রান্সকে কতগুলি প্রদেশ, জেলা এবং কমিউনে ভাগ করা হয়। ফ্রান্সে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।

- **আইনসভা** : ফ্রান্সে ৭৪৫ জন সদস্যের এক আইনসভা গঠিত হয় যা ছিল প্রকৃতপক্ষে সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। আইনসভার হাতেই আইন প্রণয়ন, বিদেশনীতি নির্ধারণ এবং অর্থ বরাদ্দ করার ভার ছিল।

(খ) **অর্থনৈতিক সংস্কার** : এর মাধ্যমে ফ্রান্সে অর্থনৈতিক স্বাধীনতা স্বীকৃত হয়, শিল্প-সংঘ গঠিত হয়, শস্য ছাড়া বাকি সব পণ্যের একচেটিয়া বাণিজ্য লোপ পায়। সমস্ত পরোক্ষ কর তুলে দেওয়া হয়। আয় এবং সম্পত্তির ওপরে কর বসে। শিল্প-বাণিজ্যের ওপরে কর বসানো হয়। পণ্য আমদানিতে কর আরোপ এবং অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যশুল্ক লোপ করা হয়। ইউনিয়ন গঠিত হয়। চার্চের সম্পত্তির মূল্যের ভিত্তিতে 'অ্যাসাইনেট' নামক কাগুজে নোটের প্রচলন হয়।

(গ) **বিচারবিভাগীয় সংস্কার**: সামন্তপ্রভুদের বিচারালয়গুলি বিলুপ্ত হয়। বিচার বিভাগের পুনর্গঠন হয়। জন্মসূত্রে প্রাপ্ত 'বিশেষ অধিকার' বিলুপ্ত করে 'আইনের চোখে সবাই সমান' ঘোষণা করা হয়। বিনা বিচারে কাউকে আটক রাখা আইনবিরুদ্ধ কাজ বলে ঘোষণা করা হয়। নতুন সংবিধানে রাজা 'ভেটো' প্রয়োগের মাধ্যমে আইনসভা সাময়িকভাবে মুলতুবি রাখতে পারতেন কিন্তু বাতিল করতে পারতেন না।

(ঘ) **গির্জার পুনর্গঠন** : আর্থিক সংকট নিরসনের জন্য গির্জার সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করা হয়। **'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দি ক্লার্জি'**-র মাধ্যমে গির্জার ওপরে পোপের কর্তৃত্বের অবসান হয়। গির্জা রাষ্ট্রের

একটি দপ্তরে পরিণত হয়। ধর্মযাজকরা রাষ্ট্রের বেতনভুক কর্মচারীতে পরিণত হন।

- **সংবিধান সভার ত্রুটি**:

নতুন সংবিধানে বুর্জোয়াদের আধিপত্য স্থাপিত হলে কৃষক এবং সর্বহারা সাঁ-কুলোৎরা বঞ্চিত ও পীড়িতের দলে চলে যায়। শাসন এবং আইন বিভাগের পৃথকীকরণ করার ফলে শাসন বিভাগ আইন প্রণয়ন করতে পারত না। শাসন, আইনও বিচার বিভাগে নির্বাচন নীতি গৃহীত হলে বহু অযোগ্য লোক শাসনব্যবস্থার সঙ্গে যুক্ত হয়। আর্থিক দুরবস্থার বিশেষ কিছু উন্নতি হয়নি।

রাজার মৃত্যুদণ্ড

- **রাজার পালানোর ব্যর্থ চেষ্টা**---বিপ্লবী নেতা মিরাবোঁ রাজা ষোড়শ লুই-এর সঙ্গে সমঝোতা করে চলেছিলেন। অকস্মাৎ মিরাবোঁর মৃত্যু হলে রাজা সপরিবারে অস্ট্রিয়ায় পালিয়ে যেতে গিয়ে ধরা পড়ে যান। এতে বিপ্লবীরা মনে করে যে রাজা বিপ্লববিরোধী এবং তিনি বিদেশি শক্তিবর্গের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে চলেছেন। ফলে এতদিন যারা রাজতন্ত্রের বিরোধিতা করেছিলেন তাঁরাও রাজতন্ত্র উচ্ছেদের দাবি করেন।
- **রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ**— প্রাশিয়ার সেনাপ্রধান ব্রান্সউইক ঘোষণা করেন যে রাজপরিবার কোনোভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি প্যারিস ধ্বংস করে দেবেন। এই ঘোষণা ফরাসিদের মর্যাদায় আঘাত করে। তারা রাজাকে বন্দি করে।
- **'জাতীয় মহাসভা' বা 'ন্যাশনাল কনভেনশন'**— জাতীয় মহাসভা শুরুতেই রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ করে প্রজাতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করে। রাজার বিচার শুরু হয়। জ্যাকোবিন দল রাজার প্রাণদণ্ড দাবি করে।

জাতীয় সম্মেলনে সংখ্যাগরিষ্ঠ ভোটের মাধ্যমে রাজা ষোড়শ লুইকে দেশদ্রোহী ঘোষণা করা হয় এবং প্রাণদণ্ড দেওয়া হয়। ১৭৯৩ খ্রি. ২১ জানুয়ারি এই প্রাণদণ্ড গিলোটিনে কার্যকারী করা হয়।

২.৫ বিপ্লব রক্ষার আহ্বান

- **বৈদেশিক জোটের আক্রমণ**: ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড সারা ফ্রান্সে ভয়ংকর পরিস্থিতি তৈরি করেছিল। তা ছাড়া ইউরোপের বাকি দেশগুলির স্বৈরাচারী রাজারা আতঙ্কিত হয়ে পড়েছিল। ফলে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, স্পেন, পোর্তুগাল, সার্ডিনিয়া এবং নেপলস ফ্রান্সের বিরুদ্ধে শক্তিজোট গঠন করে। বিদেশি শক্তিজোটের কাছে ফরাসি বাহিনী পরাজিত হয়। শত্রুরা প্যারিসের দিকে এগোলে নবগঠিত ফরাসি প্রজাতন্ত্র ও জনগণের নিরাপত্তা সংকটের মুখে পড়ে।
- **অভ্যন্তরীণ সংকট** : ফ্রান্সে তখন অভ্যন্তরীণ সংকট চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। খাদ্য ও নিত্য প্রয়োজনীয় দ্রব্যের অভাব ছিলই। খাদ্যের সন্ধানে গ্রাম থেকে সবাই প্যারিসে চলে আসলে পরিস্থিতি আরও জটিল হয়ে যায়। এরকম পরিস্থিতিতে রাজতন্ত্রের সমর্থকরা প্রজাতন্ত্রী সরকারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে।
- **বিপ্লব রক্ষার পদক্ষেপ**: দেশ ও জাতির এই সংকটময় মুহূর্তে বিপ্লবী নেতারা ফ্রান্সে এক বিশেষ ধরনের শাসনব্যবস্থার সূচনা করে। প্রজাতন্ত্র অক্ষুণ্ণ রাখতে ফ্রান্সে ভীতি প্রদর্শন ও সন্ত্রাসের শাসন শুরু হয়। বিপ্লবী নেতৃবৃন্দ সিদ্ধান্ত নেন যে দেশের এই জরুরি পরিস্থিতিতে ফ্রান্সের সরকার হবে 'বিপ্লবী' সরকার। এবং যতদিন না দেশের শান্তি ফিরে আসছে এই ব্যবস্থাই চলবে।

টুকরো কথা

৬ **সন্ত্রাসের রাজত্ব**: ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড হলে ফ্রান্সে অভ্যন্তরীণ গোলযোগ বেড়ে যায়। রাজতন্ত্রের সমর্থকরা দেশের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষিপ্তভাবে বিদ্রোহ শুরু করে। অন্যদিকে ইউরোপের রাজারা ফ্রান্স আক্রমণ করে। বিপ্লবী নেতারা বিপ্লব এবং ফ্রান্সকে রক্ষার জন্য জরুরিকালীন শাসন শুরু করে। এর মূল নায়ক ছিলেন জ্যাকোবিন দলের নেতা **রোবসপিয়ের**। বিনাবিচারে গ্রেপ্তার ও হত্যা ছিল তাঁর শাসনব্যবস্থার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এর ফলে প্রায় ৫০ হাজার মানুষকে বিনা বিচারে গিলোটিনে প্রাণ দিতে হয়। রানি মেরি আঁতোয়ানেৎসহ বহু বিশিষ্ট মানুষকে হত্যা করা হয়। ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুন মাস থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই মাস পর্যন্ত এই শাসন চলেছিল।

জ্যাকোবিন শাসন

- **নামকরণ ও গঠন**: ফরাসি বিপ্লবের ইতিহাসে জ্যাকোবিন দল ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ ছিল। স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বানের পর বিভিন্ন মতাবলম্বী সদস্যরা পৃথক রাজনৈতিক গোষ্ঠী স্থাপন করে। ব্রিটানি প্রদেশের সদস্যরা একটি সমিতি স্থাপন করেছিলেন। নাম ছিল 'সংবিধান সমর্থক সমিতি' বা 'ব্রেটন ক্লাব'। এদের সভা-সমাবেশ হত জ্যাকোবিন গির্জায়। এ কারণে এই গোষ্ঠীর নাম হয়ে গেল জ্যাকোবিন দল। প্যারিসের নিম্ন মধ্যবিত্ত শ্রেণি এই দলে যোগ দিয়েছিল। ক্রমশ তিন চার বছরের মধ্যে এই দলের এক হাজার শাখা স্থাপিত হয়। পরের বছর সংখ্যাটা অনেক বেশি বেড়ে গিয়েছিল। এরা ছিল উগ্রবাদী। সুসংহত নেতৃত্ব এবং শক্তিশালী সংগঠন ছিল এদের।

- **ক্ষমতা ও অধিকার**— জ্যাকোবিনরা জিরন্ডিস্টদের সঙ্গে একত্রে শাসনকার্য পরিচালনা করলেও অচিরেই তাদের মধ্যে বিরোধ দেখা দেয়। জাতীয় মহাসভায় জিরন্ডিস্টরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিল। কিন্তু নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসের মূল্য বৃদ্ধি, খাদ্যাভাব, বৈদেশিক যুদ্ধে পরাজয় ইত্যাদি কারণে জিরন্ডিস্টদের জনপ্রিয়তা নষ্ট হয়। ফলে জ্যাকোবিনদের নেতৃত্ব প্রতিষ্ঠা পায়। এই পর্বের উল্লেখযোগ্য নেতাদের মধ্যে **হিবার্ট, দাঁতোঁ** ও **রোবসপিয়র**-এর নাম উল্লেখ করা যায়।

- **গুরুত্ব**: জ্যাকোবিনদের শাসনকাল ছিল ১৩ মাস। এই শাসনকালে জীবন এবং সম্পত্তির নিরাপত্তা বলে কিছু ছিল না। কেবলমাত্র সন্দেহের বশে হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল। জ্যাকোবিন শাসনের নানা ভয়াবহতা সত্ত্বেও ফ্রান্সের জাতীয় জীবনে এর প্রয়োজনীয়তা এবং গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। জ্যাকোবিনরা গৃহযুদ্ধ, অরাজকতা, বিদেশি শক্তিজোটের আক্রমণ, প্রতিবিপ্লবী কার্যকলাপের হাত থেকে ফ্রান্সকে রক্ষা করেছে। এ ছাড়া বেশ কিছু সংস্কার করা হয়েছিল। গির্জাগুলি বন্ধ রেখে ধর্মীয় অনুষ্ঠান সীমিত করা হয়। খ্রিস্টান বর্ষপঞ্জির বদলে 'প্রজাতান্ত্রিক বর্ষপঞ্জি' চালু হয়। জিনিসপত্রের মূল্য, মাপ, ওজনের সংস্কার করা হয়। অবৈতনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, সর্বজনীন শিক্ষার প্রবর্তন হয়। দাস প্রথা উচ্ছেদ হয়। দেশত্যাগী অভিজাতদের জমি বাজেয়াপ্ত করে কৃষকদের মধ্যে বিক্রি করা হয়।

টুকরো কথা

টিপু সুলতান ও জ্যাকোবিন ক্লাব: ১৭৮৯ খ্রি. ফরাসি বিপ্লবের সময় ভারতের মহীশূরের শাসক ছিলেন **টিপু সুলতান**। তিনি ফরাসি বিপ্লব ও ফ্রান্সের বিপ্লবী সরকার সম্পর্কে আগ্রহী ছিলেন। তিনি ফ্রান্সের জ্যাকোবিন ক্লাবের সদস্য হয়েছিলেন। জাকোবিন দলের সদস্যদের তিনি মহীশূরের রাজধানী শ্রীরঙ্গপত্তমে আহ্বান জানান এবং সেখানে 'স্বাধীনতার বৃক্ষ' বা 'Tree of Liberty' রোপণ করেন। এ সবই তিনি করেছিলেন ইংরেজদের বিরুদ্ধে ফরাসিদের সাহায্য লাভের আশায়। তবে তা ফলপ্রসূ হয়নি।

২.৬ জনগণের বিপ্লব, বিপ্লবের জনগণ:

ফরাসি সমাজের নীচুতলার মানুষের সঙ্গে বিপ্লবের সংযোগ:

ফরাসি বিপ্লবের মূল প্রাণশক্তি ছিল ফ্রান্সের দরিদ্র জনসাধারণ। এদের মধ্যে ছিল করভারে জর্জরিত, খাদ্যাভাবে নিপীড়িত দরিদ্র কৃষক, ভাগচাষি, ভূমিহীন কৃষক, ছোটো কারিগর, দিনমজুর, রাজমিস্ত্রি, গৃহভৃত্য এবং ভবঘুরেরা। এরাই প্রতিনিয়ত বিপ্লবকে উজ্জীবিত রেখেছে। নিম্নবিত্ত এই শ্রেণিটিকে এডমন্ড বার্ক, তেইন প্রমুখ নিষ্ঠুর, খুনি, লুটেরা বলেছেন। কিন্তু মিশলের মতে জনগণই ছিল বিপ্লবের নায়ক।

- **কৃষকদের ভূমিকা**: গ্রামের দরিদ্র কৃষকরা এই বিদ্রোহে অংশ নিয়েছিল। তারা কোনও সামাজিক মর্যাদা চায়নি, বরং বেঁচে থাকার জন্য আর্থিক স্বচ্ছলতাই ছিল তাদের দাবি।

- **শহরের দরিদ্র জনতা**: শহরতলির বা ফোবুর্গের নিম্ন মধ্যবিত্ত গোষ্ঠী অর্থাৎ ছোটো ব্যবসায়ী, কারিগর, ছোটো দোকানদার, দিনমজুররা বিপ্লবে অংশ নিয়েছিল। এরা চেয়েছিল খাদ্য এবং নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম যেন সস্তা হয়।

- **গণঅসন্তোষ** : শহর এবং গ্রামের গরিব মানুষরা বেঁচে থাকার প্রাথমিক চাহিদাটুকু পূরণের জন্য ফরাসি বিপ্লবে যোগ দিয়েছিল। এমতাবস্থায় স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান তাদের মধ্যে নতুন উদ্দীপনার সঞ্চার করে। কিন্তু ষোড়শ লুই জনপ্রিয় অর্থমন্ত্রী নেকারকে পদচ্যুত করলে গণঅসন্তোষ চরমে পৌঁছায়। চতুর্দিকে অরাজকতা দেখা দেয়। বিক্ষুব্ধ জনতা লুঠপাট শুরু করে। অস্ত্রশস্ত্রসহ বাস্তিল দুর্গের দখল নেয়।
- **গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহ** : স্টেটস জেনারেলের অধিবেশন আহ্বান করা হলে কৃষকরা আশা করেছিল সভা এবারে তাদের অভাব-অভিযোগের কথা শুনবে। সেইমতো স্টেটস জেনারেলের নির্বাচনের সময় কৃষকরা তাদের একটি 'অভিযোগ পত্র' সরকারে কাছে জমা দিয়েছিল। কিন্তু স্টেটস জেনারেলের অচলাবস্থা এবং বুর্জোয়াদের বিদ্রোহ তাদেরও বিদ্রোহের দিকে ঠেলে দেয়। বাস্তিল দুর্গের পতন প্যারিসের জনমানসে ভয়ানক উত্তেজনার সৃষ্টি করে। এর মধ্যে গুজব রটে যায় যে সামন্তপ্রভুরা চাষিদের শায়েস্তা করতে গ্রামে ভাড়াটে গুন্ডা পাঠাচ্ছে। ফলে চাষিরা ক্ষিপ্ত হয়ে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। সামন্তপ্রভুদের ম্যানর বা খামারবাড়ি ধ্বংস করে। ঋণপত্র এবং নথি জ্বালিয়ে দেয়। কৃষকদের এই আকস্মিক অভ্যুত্থানে অভিজাতরা ভীত হয়ে পড়ে।
- **শহরে বিদ্রোহ** : 'জাতীয় সভা'র সংস্কারগুলি রাজার স্বার্থবিরোধী ছিল। তিনি চেয়েছিলেন এগুলি বাতিল করতে। খাদ্যের দাবিতে উন্মত্ত জনতা ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদের রক্ষীদের হত্যা করে প্রাসাদে প্রবেশ করে। রাজাকে পরিবারসহ বন্দি করে প্যারিসে নিয়ে যায়। ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে এবং শেষ পর্যন্ত পরাজিত হয়। কয়েকজন মন্ত্রী রাজার বিরোধিতা করলে রাজা তাদের বরখাস্ত করেন। এই প্রেক্ষিতে প্রায় আট হাজার সশস্ত্র মানুষ টুইলরি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। যদিও তাতে কোনও প্রাণহানি হয়নি। কিন্তু এই ঘটনা ইঙ্গিত দেয় যে রাজতন্ত্রের দিন শেষ হয়ে গেছে।

তৃতীয় সম্প্রদায়ের রাজপ্রাসাদ আক্রমণ ইউরোপের বিভিন্ন দেশের স্বৈরাচারী রাজাদের মধ্যে ভীতির সঞ্চার করে। অস্ট্রিয়া এবং প্রাশিয়ার যৌথ বাহিনীর প্রধান ডিউক অব ব্রান্সউইক একটি ঘোষণাপত্র জারি করে ফ্রান্সের বিরুদ্ধে যুদ্ধের হুমকি দেন। এর ফল হয় ভয়ানক। জনতা মনে করে যে রাজার সাথে বিদেশি শক্তির যোগসাজশ আছে এবং তিনি গণতন্ত্র এবং বিপ্লববিরোধী। এর ফলে বিক্ষুব্ধ জনতা আবার টুইলরি রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। জনতার হাতে রাজার ৬০০-৮০০ রক্ষী নিহত হয়।

সারা দেশে হিংসার পরিবেশ তৈরি হয়। কেবলমাত্র বিপ্লববিরোধী— এই সন্দেহের বশে বহু রাজকর্মচারী এবং সাধারণ মানুষকে কারারুদ্ধ করা হয়। এই অবস্থায় জ্যাকোবিন নেতা জাঁ পল মারার নেতৃত্বে হাজার হাজার উন্মত্ত জনতা প্যারিসের কারাগারগুলিতে প্রবেশ করে নির্বিচারে হত্যালীলা চালাতে থাকে। এই ঘটনাই ইতিহাসে **'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড'** নামে পরিচিত।

রাজার মৃত্যুদণ্ড এবং রাজতন্ত্রের পতনের পর 'ন্যাশনাল কনভেনশন' বা 'জাতীয় মহাসভা' গঠিত হয়। যার কেন্দ্রে ছিল বামপন্থী জিরন্ডিস্ট দল। উগ্র বামপন্থী জ্যাকোবিনদের সঙ্গে তাদের অচিরেই বিরোধ বাধে। টুইলরি রাজপ্রাসাদে জাতীয় সভার অধিবেশন চলাকালীন জ্যাকোবিনদের সমর্থকদের এক বিরাট দল সভাস্থল অবরোধ করে। জনতার হাতে বন্দি জিরোন্ডিস্ট দল পদত্যাগ করে। জ্যাকোবিনরা ক্ষমতায় আসে।

- **ফরাসি বিপ্লব ও নারী:**

ফরাসি বিপ্লবে নারীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। সংবিধান সভার কাজ শুরু হলে খাদ্যের দাবিতে যে বিরাট মিছিল প্যারিস থেকে ভার্সাই গিয়েছিল, তার নেতৃত্বে ছিলেন মহিলারা। তাঁরাই কামান টেনে নিয়ে গিয়েছিলেন। রাজা এবং রাজপরিবারকে ভার্সাই থেকে প্যারিসে নিয়ে এসেছিলেন তাঁরা। প্যারিসে যে 'রুটির লড়াই' হয়েছিল তাতে মহিলাদের নেতৃত্বে ব্যবসায়ীরা স্বল্পমূল্যে খাদ্যশস্য ও নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিস বিক্রি করতে বাধ্য হত। বাস্তিল আক্রমণ এবং অভ্যুত্থানে মহিলারা গুরুত্বপূর্ণ

ভূমিকা পালন করেছিলেন। তাঁরা নিজেদের অভাব-অভিযোগ জানানোর জন্য 'বিপ্লবী প্রজাতান্ত্রিক মহিলা নাগরিক সমিতি' গঠন করেছিলেন। অলিম্প দ্য গুজ মহিলাদের অধিকারের ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছিলেন। বিপ্লবী নেতৃত্ব নারীদের অধিকারকে গুরুত্ব দেয়নি। মহিলারা নিজেরাই নিজেদের অধিকার সম্পর্কে সচেতন হচ্ছিলেন। এভাবে অনেক নারীই বিপ্লবী দলের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। এ প্রসঙ্গে জিরোন্ডিস্ট দলের ডি-আর্জন্ট এবং জ্যাকোবিন দলের মাঁদাম রোলাঁ, পাওলিন লিওনের নাম উল্লেখ করা যায়।

এক্ষেত্রে রুদে, গোদিনো প্রমুখ ঐতিহাসিক অনেক খেটে-খাওয়া মহিলার কথা বলেছেন।

- **মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষণা**:

'জাতীয় সভা' নতুন সংবিধান রচনার আগে একটি ঘোষণাপত্র (১৭৮৯ খ্রি. ২৬ আগস্ট) জারি করেছিল যার নাম ছিল **'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারপত্র ঘোষণা'**—ইংল্যান্ডের বিল অব রাইটস এবং আমেরিকার স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রের অনুকরণে রচিত এই ঘোষণাপত্রটিকে সংবিধানের ভূমিকা বলা যেতে পারে। এতে বলা হয়, স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার। আইনের চোখে সব শ্রেণির মানুষ সমান। সকল মানুষের বাক স্বাধীনতা, ধর্মবিশ্বাসের স্বাধীনতা, সম্পত্তি ক্রয় এবং ভোগদখলের অধিকার আছে। সংবাদপত্র স্বাধীনভাবে মতামত প্রকাশ করতে পারে এবং জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী। এই ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে পুরাতন তন্ত্রের বিলোপ সাধন করা হয়।

- **জনমানসে গুজবের প্রভাব**:

যে-কোনও যুগান্তকারী পরিবর্তনে গুজবের একটা প্রভাব থাকে। ফরাসি বিপ্লবেও তা ছিল।

গুজব ১: বাস্তিল দুর্গ আক্রমণের সময় গুজব ছড়ায় যে কামানের মুখ উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দেওয়া হয়েছে। ওই কামানের গোলায় সেঁতাতোয়ানের জনাকীর্ণ বস্তি উড়িয়ে দেওয়া হবে। এ ছাড়াও ইতিমধ্যে ৩০ হাজার সেনা সেঁতাতোয়ানের আদিবাসীদের হত্যা করতে শুরু করেছে। এই গুজব জনগণের মধ্যে প্রবল উত্তেজনার সৃষ্টি করে।

গুজব ২: বাস্তিল দুর্গ পতনের সময় গ্রামাঞ্চলে গুজব ছড়ায় যে সামন্তপ্রভুরা গুন্ডা এবং সেনাবাহিনী নিয়ে গ্রামে আসছে, কৃষকদের শায়েস্তা করার জন্য। এই 'মহা আতঙ্কে' কৃষক বিদ্রোহ ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল।

গুজব ৩: তৃতীয় সম্প্রদায় যখন **টুইলরি** রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে, তখন সারা দেশে হিংসা আর অরাজকতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই সময় গুজব রটে যে বিদেশি সেনারা প্যারিসের ২০০ মিটারের মধ্যে অবস্থান করছে। তারা বন্দি অভিজাতদের মুক্তি দেবে এবং বিপ্লবীদের আক্রমণ করবে। এই আতঙ্কের ফলেই দলে দলে মানুষ প্যারিসের কারাগারগুলিতে বন্দি অভিজাতদের নির্বিচারে হত্যা করেছিল যা **'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড'** (২–৭ সেপ্টেম্বর, ১৭৮৯ খ্রি.) নামে পরিচিত। এইভাবেই বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে গুজব মানুষকে প্রভাবিত করেছিল।

২.৭ ফরাসি বিপ্লবের আদর্শের বৃহত্তর প্রভাব:

- **সূচনা**: ফরাসি বিপ্লব ফ্রান্স তথা সমগ্র পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী অধ্যায়। ঐতিহাসিকরা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পূর্বে ফরাসি বিপ্লবকেই সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা বলে মনে করেন। ফরাসি বিপ্লব সুদীর্ঘকালের প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, ঐতিহ্য, বিশ্বাসের সমাধির ওপর নতুন যুগের চিন্তাভাবনা এবং রাজনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে আধুনিক ধারণার উন্মেষ ও প্রসার ঘটায়।
- **মূল আদর্শ**: ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শ ছিল **সাম্য-মৈত্রী-স্বাধীনতা**। এই বিপ্লবের প্রভাব ফ্রান্সকে অতিক্রম করে ছড়িয়ে পড়েছিল পৃথিবীর অন্যান্য দেশের স্বাধীনতাকামী মানুষের মধ্যে।

(১) জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় প্রভাবিত হয়ে ইংল্যান্ড, প্রাশিয়া, সাইলেসিয়া, সুইটজারল্যান্ডের মতো দেশগুলিতে ফরাসি বিপ্লবের আদর্শে সভাসমিতি স্থাপিত হয়। জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম শুরু হয় ইটালি, জার্মানি, আয়ারল্যান্ড, পোল্যান্ড, পোর্তুগাল, অস্ট্রিয়া, হাঙ্গেরি প্রভৃতি দেশগুলোতে।

(২) বৈষম্যমূলক সমাজব্যবস্থার মূলে কুঠারাঘাত করেছিল ফরাসি বিপ্লব। এর ফলে সব শ্রেণির মানুষের সমান অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

বংশকৌলীন্যের বদলে যোগ্যতার নিরিখে সামাজিক মর্যাদার মাপকাঠি তৈরি হয়।

(৩) ফরাসি বিপ্লব দেশবাসী তথা সমগ্র পৃথিবীকে সৌভ্রাতৃত্বের বার্তা দিয়েছিল।

- **নতুন ফরাসি সংবিধান**— ফরাসি বিপ্লব স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রকে সমূলে উৎপাটিত করেছিল। ফরাসি বিপ্লবের মাধ্যমে রাজাদের দৈব অধিকার খর্ব করে নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল। পরিশেষে নাগরিকদের হাতেই প্রশাসনের দায়িত্ব অর্পণ করা হয় এবং জনগণকে 'সার্বভৌম ক্ষমতার অধিকারী' বলে বর্ণনা করা হয়।

- **সামন্ততন্ত্রের বিলোপ**: ফ্রান্সের ত্রিস্তরবিশিষ্ট সমাজব্যবস্থায় অভিজাতরা একচেটিয়া রাজপদের অধিকারী ছিল। বিপুল কৃষিজমির মালিকানা থাকা সত্ত্বেও তারা কোনোরকম রাজস্ব দিত না। অন্যদিকে তারা সবরকম অধিকার এবং সুযোগসুবিধা ভোগ করত। দেশের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ছিল করভারে জর্জরিত, অন্যায়, শোষণ ও অত্যাচারের শিকার। ফরাসি বিপ্লব সামন্তদের বিশেষ অধিকারের বিলুপ্তি সাধন করেছিল এবং দেশে সব স্তরের মানুষের জন্য সাম্য প্রতিষ্ঠা করেছিল।

- **নাগরিকের গণতান্ত্রিক অধিকারের ঘোষণা**: ফরাসি বিপ্লব জনগণকে সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস রূপে বর্ণনা করে। 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারসমূহের ঘোষণা'য় জনগণের সার্বভৌমত্ব ও জনগণের ইচ্ছাকেই 'আইন' বলে অভিহিত করা হয়েছিল। এই ঘোষণাপত্রে বাকস্বাধীনতা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা, প্রাপ্তবয়স্কদের ভোটাধিকার, সভাসমিতির অধিকার স্বীকৃত হয়। পরে 'ন্যাশনাল কনভেনশন' ও নাগরিকদের অধিকারকে স্বীকৃতি জানিয়েছিল।

KEY POINTS

- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়।
- ফ্রান্সে ১৬১৪ খ্রিস্টাব্দের পরে ১৭৫ বছর 'স্টেটস জেনারেল' বা ফরাসি জাতীয় প্রতিনিধি সভার কোনও অধিবেশন আহ্বান করা হয়নি।
- চতুর্দশ লুইয়ের রাজত্বকাল (১৬৪৩-১৭১৫)
- পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকাল (১৭১৫-১৭৭৪)
- ষোড়শ লুইয়ের রাজত্বকাল (১৭৭৪- ১৭৯৩)
- ষোড়শ লুইয়ের আমলে (১৭৭৪-১৭৯৩) রাজতন্ত্র অবক্ষয়ের শেষ সীমায় পৌঁছেছিল।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের জনসংখ্যা এবং মুদ্রাস্ফীতি বিপজ্জনকভাবে বৃদ্ধি পেয়েছিল।
- ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে প্রাকৃতিক দুর্যোগে শস্যহানির কারণে 'রুটির দাঙ্গা' শুরু হয়।
- ১৭৪৮ খ্রিস্টাব্দে 'স্পিরিট অব লজ' প্রকাশিত হয়।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২২ জুন নেকারকে পদচ্যুত করা হয়।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৫মে ভার্সাই নগরীতে ১৭৫ বছর পর ফরাসি জাতীয় সভার অধিবেশন বসে।
- বিক্ষুব্ধ জনতা ১৪ জুলাই, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে বাস্তিলদুর্গ দখল করে।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন ফরাসি এস্টেট জেনারেলের অধিবেশন বসে।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন 'টেনিস কোর্টের শপথ'-এর মাধ্যমে তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা সংবিধান রচনার দায়িত্ব গ্রহণ করে।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে ২৭ জুন তিনটি শ্রেণির যৌথ অধিবেশন বসে।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে জুলাই 'জাতীয় সভা' সংবিধান সভায় রূপান্তরিত হয়।
- ১৭৮৯-১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত সংবিধান লেখার কাজ চলে।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট সংবিধান সভা এক ঘোষণা মারফত ফ্রান্সে সামন্তপ্রথা ও তার সমস্ত উপস্বত্ব বিলোপ করে।
- ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি' বা 'ধর্মযাজকদের সংবিধান' নামক দলিল দ্বারা গির্জার ওপর থেকে পোপের সব কর্তৃত্বের অবসান ঘটে।
- ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন রাজা ষোড়শ লুই সপরিবারে ছদ্মবেশে টুইলরি রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে

অস্ট্রিয়ার উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু ধরা পড়েন ২১ জুন , ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ভেরেন্নে নামক স্থানে।

- ১০ আগস্ট, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে জ্যাকোবিনদের নেতৃত্বে উত্তেজিত জনতা ১০ আগস্ট, ১৭৯২ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে। ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান বাতিল হয়ে যায়।
- গণভোটের মাধ্যমে ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে নতুন আইনসভা গঠিত হয়। যার নাম ছিল জাতীয় মহাসভা বা 'ন্যাশনাল কনভেনশন'। ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর এই সভার প্রথম অধিবেশন বসে।

  ২১ জানুয়ারি ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে রাজা ষোড়শ লুইয়ের প্রাণদণ্ড কার্যকর হয়।

  ২ জুন ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দ থেকে ২৭ জুলাই ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন নামে পরিচিত।
- ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট সংবিধান সভার নেতৃবর্গ একটি ঘোষণাপত্র জারি করে, যার নাম ছিল 'মানুষ ও নাগরিকের অধিকারপত্র ঘোষণা'।
- ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে ফ্রান্সের নতুন সংবিধান রচিত হয়।

  ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের এপ্রিল মাসে ফ্রান্স অস্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।
- ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে কার্নোর নেতৃত্বে ১০ লক্ষ সেনার এক বাহিনী গঠিত হয় যা ইউরোপের রণাঙ্গনে কৃতিত্বের দাবি রাখে।

Special Tips

- ষোড়শ লুই 'লুইস ক্যাপেট' নামে পরিচিত ছিলেন।
- মারি আঁতোয়ানেত অস্ট্রিয়ার ভিয়েনার হফবার্গ রাজপ্রাসাদে জন্মগ্রহণ করেন।
- ভলতেয়ারের ইংরেজি, ইটালীয়, লাতিন, স্পেনীয়, গ্রিক ভাষায় জ্ঞান ছিল।
- ১৭৫০ খ্রিস্টাব্দে রুশো 'Is the advancement of science and art corrupting or sanctifying morality' নামক একটি নিবন্ধ লিখে পুরস্কার লাভ করেন।
- রুশোর লেখা একটি উল্লেখযোগ্য বই হল *A Discourse on Political Economy*।
- গিলোটিন যন্ত্রের আবিষ্কর্তার পুরো নাম জোসেফ ইগ্নেস গিলোটিন।
- গিলোটিন যন্ত্রে প্রথম মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয় নিকোলাস জ্যাকুইস পেল্লেটিয়ারকে।
- মাঁদাম রোনাল্ডকে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে গিলোটিন যন্ত্রে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া হয়।

MIND MAP

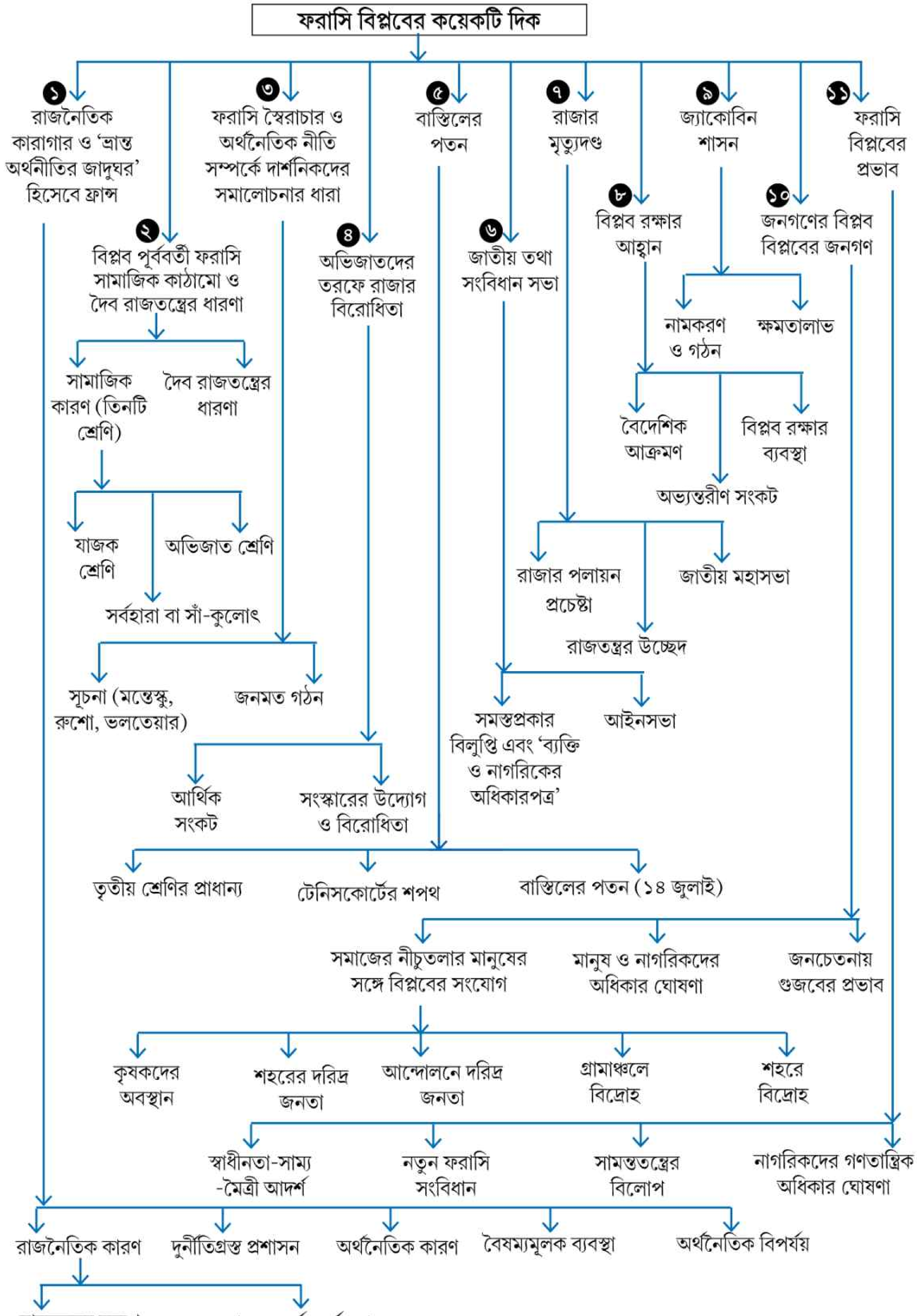
ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক
১ রাজনৈতিক কারাগার ও 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' হিসেবে ফ্রান্স
২ বিপ্লব পূর্ববর্তী ফরাসি সামাজিক কাঠামো ও দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা
সামাজিক কারণ (তিনটি শ্রেণি)
দৈব রাজতন্ত্রের ধারণা
যাজক শ্রেণি
অভিজাত শ্রেণি
সর্বহারা বা সাঁ-কুলোৎ
৩ ফরাসি স্বৈরাচার ও অর্থনৈতিক নীতি সম্পর্কে দার্শনিকদের সমালোচনার ধারা
সূচনা (মন্তেস্কু, রুশো, ভলতেয়ার)
জনমত গঠন
৪ অভিজাতদের তরফে রাজার বিরোধিতা
আর্থিক সংকট
সংস্কারের উদ্যোগ ও বিরোধিতা
৫ বাস্তিলের পতন
তৃতীয় শ্রেণির প্রাধান্য
টেনিসকোর্টের শপথ
বাস্তিলের পতন (১৪ জুলাই)
৬ জাতীয় তথা সংবিধান সভা
সমস্তপ্রকার বিলুপ্তি এবং 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারপত্র'
আইনসভা
৭ রাজার মৃত্যুদণ্ড
রাজার পলায়ন প্রচেষ্টা
জাতীয় মহাসভা
রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ
৮ বিপ্লব রক্ষার আহ্বান
বৈদেশিক আক্রমণ
বিপ্লব রক্ষার ব্যবস্থা
অভ্যন্তরীণ সংকট
৯ জ্যাকোবিন শাসন
নামকরণ ও গঠন
ক্ষমতালাভ
১০ জনগণের বিপ্লব বিপ্লবের জনগণ
সমাজের নীচুতলার মানুষের সঙ্গে বিপ্লবের সংযোগ
মানুষ ও নাগরিকদের অধিকার ঘোষণা
জনচেতনায় গুজবের প্রভাব
কৃষকদের অবস্থান
শহরের দরিদ্র জনতা
আন্দোলনে দরিদ্র জনতা
গ্রামাঞ্চলে বিদ্রোহ
শহরে বিদ্রোহ
১১ ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব
স্বাধীনতা-সাম্য -মৈত্রী আদর্শ
নতুন ফরাসি সংবিধান
সামন্ততন্ত্রের বিলোপ
নাগরিকদের গণতান্ত্রিক অধিকার ঘোষণা
রাজনৈতিক কারণ
দুর্নীতিগ্রস্ত প্রশাসন
অর্থনৈতিক কারণ
বৈষম্যমূলক ব্যবস্থা
অর্থনৈতিক বিপর্যয়
রাজতন্ত্রের স্বরূপ
রাজন্যবর্গের দুর্বলতা

বহু বিকল্পভিত্তিক প্রশ্নোত্তর প্রশ্নমান ১

১. ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল—

(ক) ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে (খ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে
(গ) ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে (ঘ) ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে

উত্তর (খ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে

২. ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল—

(ক) ষোড়শ লুই-এর আমলে
(খ) পঞ্চদশ লুই-এর আমলে
(গ) চতুর্দশ লুই-এর আমলে
(ঘ) ত্রয়োদশ লুই-এর আমলে

উত্তর (ক) ষোড়শ লুই-এর আমলে

৩. ফ্রান্সে ভাগচাষিদের বলা হত—

(ক) মেতায়ের (খ) সার্ফ
(গ) ভ্যাসল (ঘ) পিজ্যান্ট

উত্তর (ক) মেতায়ের

৪. ফ্রান্সে কোন্ শ্রেণির অভিজাতদের 'নবিলিটি অব দ্য সোর্ড' বলা হত?

(ক) পোশাকি (খ) বংশানুক্রমিক
(গ) উচ্চ (ঘ) নিম্ন

উত্তর (খ) বংশানুক্রমিক

৫. 'টাইলে' ছিল ফ্রান্সের—

(ক) ভূমিকর (খ) বিবাহকর
(গ) লবণকর (ঘ) ধর্মকর

উত্তর (ক) ভূমিকর

৬. 'দ্য স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) রুশো (খ) মন্তেস্কু
(গ) ভলতেয়ার (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

উত্তর (b) মন্তেস্কু

৭. ফ্রান্সে ধর্ম করের নাম ছিল—

(ক) টাইলে (খ) ক্যাপিটেশন
(গ) গ্যাবেলা (ঘ) টাইদ

উত্তর (ঘ) টাইদ

৮. ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' বলেছেন—

(ক) মন্তেস্কু (খ) রুশো
(গ) ভলতেয়ার (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

উত্তর (ঘ) অ্যাডাম স্মিথ

৯. ফরাসি বিপ্লবের জনক বলা হয়—

(ক) রুশোকে (খ) মন্তেস্কুকে
(গ) মিরাবোকে (ঘ) ভলতেয়ারকে

উত্তর (ক) রুশোকে

১০. 'দার্শনিকের অভিধান' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) ভলতেয়ার (খ) অ্যাডাম স্মিথ
(গ) মন্তেস্কু (ঘ) রুশো

উত্তর (ক) ভলতেয়ার

১১. 'দ্য পার্সিয়ান লেটার্স' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) ভলতেয়ার (খ) মন্তেস্কু
(গ) রুশো (ঘ) ডেনিস দিদেরো

উত্তর (খ) মন্তেস্কু

১২. ভলতেয়ারের লেখা গ্রন্থটি হল—

(ক) সোশ্যাল কনট্রাক্ট (খ) দ্য স্পিরিট অব লজ
(গ) পার্সিয়ান লেটার্স (ঘ) কাঁদিদ

উত্তর (ঘ) কাঁদিদ

১৩. 'একই ব্যক্তির হাতে সরকারের আইন, শাসন ও বিচার বিভাগের দায়িত্ব থাকলে ব্যক্তিস্বাধীনতা ধ্বংস হবে'— ধারণাটি হল—

(ক) ডেনিস দিদেরোর (খ) রুশোর
(গ) ভলতেয়ারের (ঘ) মন্তেস্কুর

উত্তর (ঘ) মন্তেস্কুর

১৪. 'এসে অন প্রিভিলেজেস' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) মিরাবো (খ) আবে সিয়েস
(গ) কেনে (ঘ) জাঁ পল ম্যারাট

উত্তর (খ) আবে সিয়েস

১৫. 'দি ওয়েলথ অব নেশনস' গ্রন্থের রচয়িতা হলেন—

(ক) কেনে (খ) অ্যাডাম স্মিথ
(গ) আবে সিয়েস (ঘ) রোবসপিয়র

উত্তর (খ) অ্যাডাম স্মিথ

১৬. 'সামাজিক চুক্তি' বা 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) ভলতেয়ার (খ) ডেনিস দিদেরো
(গ) মন্তেস্কু (ঘ) রুশো

উত্তর (ঘ) রুশো

১৭. 'ফিজিওক্র্যাট' মতবাদের একজন সমর্থক ছিলেন—

(ক) কেনে (খ) ডেনিস দিদেরো
(গ) ডি এলেমবার্ট (ঘ) রুশো

উত্তর (ক) কেনে

১৮. 'অসাম্যের সূত্রপাত' গ্রন্থটি রচনা করেন—

(ক) মন্তেস্কু (খ) ভলতেয়ার
(গ) ডেনিস দিদেরো (ঘ) রুশো

উত্তর (ঘ) রুশো

১৯. টেনিস কোর্টের শপথ অনুষ্ঠিত হয়েছিল—

(ক) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১০ জুন

(খ) ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জুন

(গ) ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই

(ঘ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন

উত্তর (ঘ) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন

২০. ফ্রান্সে রাজার বিরুদ্ধে সর্বপ্রথম বিদ্রোহ শুরু করে—

(ক) অভিজাতরা (খ) যাজকরা

(গ) বুর্জোয়ারা (ঘ) কৃষকরা

উত্তর (ক) অভিজাতরা

২১. ফ্রান্সের জাতীয় সভা একদা মুলতুবি ছিল—

(ক) ১০০ বছর (খ) ১২৫ বছর

(গ) ১৫০ বছর (ঘ) ১৭৫ বছর

উত্তর (ঘ) ১৭৫ বছর

২২. 'সূর্যরাজা' বলা হত—

(ক) ত্রয়োদশ লুইকে (খ) চতুর্দশ লুইকে

(গ) পঞ্চদশ লুইকে (ঘ) ষোড়শ লুইকে

উত্তর (খ) চতুর্দশ লুইকে

২৩. 'প্রজাপতি রাজা' বলা হত—

(ক) পঞ্চদশ লুইকে (খ) ষোড়শ লুইকে

(গ) সপ্তদশ লুইকে (ঘ) অষ্টাদশ লুইকে

উত্তর *(ক)* পঞ্চদশ লুইকে

শূন্যস্থান পূরণ করো

প্রশ্নমান ১

১. ফরাসি বিপ্লবের আগে __________ বিশেষ অধিকারকে বলা হত 'লিট দ্য জাস্টিস'।

(ক) যাজকদের (খ) অভিজাতদের

(গ) রাজার (ঘ) গির্জার

উত্তর (ক) যাজকদের

২. 'ফ্রেন্ড দ্য পিপল' পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন __________।

(ক) মিরাবো (খ) আবে সিয়েস

(গ) জাঁ পল ম্যারাট (ঘ) কেনে

উত্তর (গ) জাঁ পল ম্যারাট

৩. ফরাসি সংবিধান সভা ফ্রান্সকে __________ ডিপার্টমেন্টে বিভক্ত করে।

(ক) ৮০টি (খ) ৮৩টি

(গ) ৯০টি (ঘ) ৯৫টি

উত্তর (খ) ৮৩টি

৪. ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসনকালে __________ শাসন চালু হয়।

(ক) রোমান (খ) খ্রিস্টান

(গ) ফরাসি (ঘ) প্রজাতান্ত্রিক

উত্তর (ঘ) প্রজাতান্ত্রিক

ভুল/ঠিক নির্ধারণ করো

প্রশ্নমান ১

১. ফ্রান্সে অধিকারহীন মানুষ ছিল ৯৬ শতাংশ।

উত্তর ঠিক

২. ভলতেয়ার ছিলেন ক্ষমতা স্বতন্ত্রীকরণ নীতি ও নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক।

উত্তর ভুল

৩. রাজা ষোড়শ লুই তাঁর ভাই ডিউক অব অর্লিয়েন্স-কে পার্লামেন্ট থেকে নির্বাসিত করেন।

উত্তর ঠিক

৪. ফ্রান্সে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে (১৭৯২ খ্রি.) টেম্পল দুর্গে বন্দি করার ঘটনা 'দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব' নামে পরিচিত।

উত্তর ঠিক

৫. ফ্রান্সে প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে সংবিধান সভা।

উত্তর ভুল

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ১

১. কোন্ রাজার আমলে ফরাসি বিপ্লব হয়েছিল?

উত্তর ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই-এর আমলে।

২. 'আমিই রাষ্ট্র'— উক্তিটি কার?

উত্তর চতুর্দশ লুই-এর।

৩. 'আমার ইচ্ছাই আইন'— এ কথা কে বলতেন?

উত্তর ফরাসি বুরবোঁ বংশীয় শাসক ষোড়শ লুই।

৪. কাকে 'প্রজাপতি রাজা' বলা হত?

উত্তর পঞ্চদশ লুইকে।

৫. 'আমার পরেই মহাপ্রলয় আসছে'— উক্তিটি কার?

উত্তর পঞ্চদশ লুই-এর।

৬. কাকে 'ঐশ্বর্যের ইন্দ্রপুরী' বলা হত?

উত্তর ভার্সাইয়ের রাজপ্রাসাদকে।

৭. কাকে 'চাবি সারাইওয়ালা রাজা' বলা হত?

উত্তর ষোড়শ লুইকে।

৮. পঞ্চদশ লুই-এর রানির নাম কী ছিল?

উত্তর মাদাম দ্য পম্পাদ্যুর।

৯. 'কেবল আমি আর তুর্গো দেশকে ভালোবাসি'— এখানে আমি কে?

উত্তর রাজা ষোড়শ লুই।

১০. রাজা ষোড়শ লুই দেশত্যাগের উদ্দেশ্যে রওনা দিয়ে ফ্রান্সের কোন্ স্থানে ধরা পড়েন?

উত্তর ভারেনে।

১১. প্রাক বিপ্লব যুগে ফরাসি সমাজের তিনটি সম্প্রদায়ের নাম লেখো।

উত্তর যাজক, অভিজাত ও সাধারণ মানুষ।

১২. 'অঁসিয়া রেজিম' কথার অর্থ কী?

উত্তর পুরাতনতন্ত্র।

১৩. ফ্রান্সে পরোক্ষ কর আদায়কারী কর্মচারীগণ কী নামে পরিচিত ছিল?

উত্তর ফারমার্স জেনারেল।

১৪. ফ্রান্সে কত ধরনের প্রত্যক্ষ কর ছিল?

উত্তর তিন ধরনের।

১৫. ফ্রান্সের কোন্ রাজকর্মচারীদের 'ইনটেনডেন্ট' বলা হত?

উত্তর রাজস্ব আদায়কারী কর্মচারীদের।

১৬. অ্যাসাইনেট কী?

উত্তর ফরাসি দেশে প্রচলিত একপ্রকার কাগজের নোট।

১৭. কোন্ শব্দ থেকে 'বুর্জোয়া' শব্দটির উৎপত্তি ঘটেছে?

উত্তর বার্গার (শহরবাসী) শব্দ থেকে।

১৮. 'দ্রোয়া দ্য কলবিয়ে এ দ্য শাস' কী?

উত্তর জীবজন্তু ও মাছ শিকার করার সীমান্তকেন্দ্রিক অধিকার।

১৯. কার মতে ফ্রান্স ছিল 'রাজনৈতিক কারাগার'?

উত্তর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার-এর মতে।

২০. কোন্ ইংরেজ চিন্তাবিদ ফরাসি বিপ্লবকে হিংসাত্মক ও ষড়যন্ত্রমূলক বলেছেন?

উত্তর এডমন্ড বার্ক (১৭২৯-১৭৯৭ খ্রিস্টাব্দে)। তিনি তাঁর রচিত 'Reflections on the Revolution in France' গ্রন্থে এই মন্তব্য করেন।

২১. ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের নায়ক কে ছিলেন?

উত্তর রোবসপিয়ার।

২২. 'সাঁ-কুলোৎ' কাদের বলা হত?

উত্তর ফ্রান্সের শহরের ভিটেমাটি ও চালচুলোহীন ভবঘুরে সর্বহারা সম্প্রদায়ের মানুষকে 'সাঁ-কুলোৎ' বলা হত।

২৩. প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সের সমাজে কারা বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত ছিল?

উত্তর যাজক ও অভিজাতগণ।

২৪. প্রাক্-বিপ্লব ফ্রান্সে অভিজাতদের মধ্যে ক'টি ভাগ ছিল এবং কী কী?

উত্তর দুটি। অধিকারী অভিজাত ও পোশাকি অভিজাত।

২৫. 'ক্ষমতা-বিভাজন' তত্ত্বের প্রবর্তক কে?

উত্তর ফরাসি দার্শনিক মন্তেস্কু।

২৬. কোন্ দার্শনিককে ফরাসি বিপ্লবের 'ঝড়ের পাখি' বলা হত?

উত্তর ফরাসি দার্শনিক রুশোকে।

২৭. কোন্ ঘোষণাকে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের মুখবন্ধ বলা হয়?

উত্তর ব্যক্তি ও নাগরিক-এর ঘোষণাপত্রকে।

২৮. কোন্ গ্রন্থকে ফরাসি বিপ্লবের 'বাইবেল' বলা হয়?

উত্তর রুশোর লেখা 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থকে।

২৯. 'জনগণই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস'— উক্তিটি কার?

উত্তর রুশোর।

৩০. পোইসির চুক্তি কবে হয়েছিল?

উত্তর ১৫৬১ খ্রিস্টাব্দে (ফ্রান্সের রাজা ও গির্জার যাজকের মধ্যে)।

৩১. 'পার্সিয়ান লেটারস্' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর মন্তেস্কু।

৩২. 'কাঁদিদ' গ্রন্থের লেখক কে?

উত্তর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার।

৩৩. 'দি স্পিরিট অব লজ' গ্রন্থের রচয়িতা কে?

উত্তর মন্তেস্কু।

৩৪. 'এমিগ্রি' বলতে কাদের বোঝাত?

উত্তর দেশত্যাগী ফরাসি অভিজাতদের।

৩৫. ফ্রান্সে এস্টেট জেনারেল সভা কবে আহ্বান করা হয়?

উত্তর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের মে মাসে অর্থ সংগ্রহের উপায় উদ্ভাবনের জন্য রাজা ষোড়শ লুই এই সভা আহ্বান করেন।

৩৬. ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের প্রতীক কী ছিল?

উত্তর বাস্তিল দুর্গ।

৩৭. নেকার কে ছিলেন?

উত্তর ফরাসি অর্থমন্ত্রী। তিনি ফ্রান্সের রাজকীয় অর্থনৈতিক সংকট নিরসনের জন্য ব্যয় সংকোচন ও ভূমি সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন।

৩৮. ফ্রান্সের একটি বৈপ্লবিক নারী সংগঠনের নাম লেখো।
উত্তর সোসাইটি অব রেভোলিউশনারি রিপাবলিকান উওমেন।

৩৯. গিলোটিন কী?
উত্তর ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের সময় বিপ্লববিরোধী ব্যক্তিদের যে যন্ত্র দ্বারা শিরচ্ছেদের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, তা 'গিলোটিন' নামে পরিচিত। এটি ডা. গিলোটিন নামক ব্যক্তি আবিষ্কার করেন।

৪০. জ্যাকোবিনরা কাদের উৎখাত করে ক্ষমতায় এসেছিল?
উত্তর জিরন্ডিস্টদের।

৪১. জ্যাকোবিন শাসনকালে সন্ত্রাস পরিচালনার জন্য দুটি গুরুত্বপূর্ণ কমিটির নাম লেখো।
উত্তর গণনিরাপত্তা কমিটি ও সাধারণ নিরাপত্তা কমিটি ।

৪২. কোন্ উপন্যাসে সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের মর্মস্পর্শী বর্ণনা পাওয়া যায়?
উত্তর চার্লস ডিকেন্সের 'এ টেল অফ টু সিটিস' উপন্যাসে।

৪৩. ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা কবে হয়েছিল?
উত্তর ২৬ আগস্ট, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

৪৪. ফ্রান্সের নতুন সংবিধানে আইনসভার সদস্যসংখ্যা কত করা হয়?
উত্তর ৭৫৪।

৪৫. কার প্রস্তাব অনুসারে সম্পত্তির ভিত্তিতে নাগরিকদের দুটি ভাগে ভাগ করা হয়?
উত্তর আবে সিয়েস-এর ।

৪৬. নতুন ফরাসি সংবিধানে ফ্রান্সকে ক-টি ডিপার্টমেন্ট-এ বিভক্ত করা হয়?
উত্তর ৮৩টি।

৪৭. কবে রাজা ষোড়শ লুই-এর প্রাণদণ্ড হয়?
উত্তর ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২১ জানুয়ারি।

৪৮. নারী অধিকারের ঘোষণাপত্র কে প্রকাশ করেন?
উত্তর অলিম্পে ডি গাউজেস।

৪৯. লা-ভেন্ডিতে কী হয়েছিল?
উত্তর রাজাকে হত্যার প্রতিবাদে লা-ভেন্ডিতে কৃষক বিদ্রোহ হয়েছিল।

৫০. ফরাসি বিপ্লবের তিনটি প্রধান আদর্শ কী?
উত্তর সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতা।

৫১. কোন্ দিনটি ফ্রান্সের জাতীয় দিবস?
উত্তর ১৪ জুলাই (বাস্তিল দুর্গ পতন), ১৭৮৯ খ্রি.।

৫২. 'বাসকুল নীতি' কারা প্রয়োগ করতেন?
উত্তর ডিরেক্টরির শাসনকালে প্রশাসকরা।

৫৩. জাতীয় সভা কী?
উত্তর ফ্রান্সের তৃতীয় সম্প্রদায়ের প্রতিনিধি সভাই হল জাতীয় সভা।

৫৪. 'বুর্জোয়া' শব্দের অর্থ কী?
উত্তর পুঁজিপতি বা ধনতান্ত্রিক।

৫৫. ফরাসি সমাজে 'অধিকারহীন শ্রেণি' বলতে কাদের বোঝায়?
উত্তর তৃতীয় শ্রেণিকে (সমাজের ৯৭ শতাংশ মানুষকে)।

৫৬. ফ্রান্সে কবে জ্যাকোবিন দলের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়?
উত্তর ২ জুন, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

৫৭. কবে ফ্রান্সের জাতীয় সভা সংবিধান সভায় পরিণত হয়?
উত্তর ৯ জুলাই ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে।

৫৮. নতুন ফরাসি সংবিধান কবে প্রচলিত হয়?
উত্তর ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে।

৫৯. ফরাসি জাতীয় সভার নাম কী?
উত্তর স্টেটস্ জেনারেল।

৬০. 'ভামির যুদ্ধ' কবে ঘটে?
উত্তর ২০ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে।

৬১. ফরাসি নারীসমাজ তাদের দুর্ভাগ্যের জন্য কাকে দায়ী করেছিল?
উত্তর ফরাসি রাজতন্ত্রকে ।

৬২. ফরাসিবাসী কোন্ দিনটিকে 'টালি দিবস' হিসেবে পালন করে?
উত্তর ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দের ৭ জুন।

৬৩. 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ডের' নায়ক কে ছিলেন?
উত্তর জ্যাকোবিন নেতা জাঁ পল ম্যারাট (২-৫ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে)।

৬৪. কোন্ ঘোষণাপত্রকে 'পুরাতনতন্ত্রের মৃত্যু পরোয়ানা' বলা হয়?
উত্তর ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণাপত্রকে (ঐতিহাসিক ওলার বলেছেন)।

৬৫. কে শ্রীরঙ্গপত্তমে 'স্বাধীনতার বৃক্ষ' রোপণ করেন?
উত্তর মহীশূরের শাসক টিপু সুলতান।

৬৬. কোন্ ঘোষণাকে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের সংবিধানের মুখবন্ধ বলা হয়?

উত্তর ব্যক্তি ও নাগরিক ঘোষণাপত্রকে।

৬৭. ফ্রান্সে সন্ত্রাসের রাজত্বের নায়ক কে ছিলেন?

উত্তর রোবসপিয়ার।

৬৮. কোন্ সংবিধানকে প্রথম লিখিত ফরাসি সংবিধান বলা হয়?

উত্তর ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি সংবিধানকে।

৬৯. ফ্রান্সে কার শাসনকালকে 'লাল সন্ত্রাস' বলা হয়?

উত্তর রোবসপিয়ার-এর।

৭০. কারা, কবে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে?

উত্তর জাতীয় মহাসভা ২২ সেপ্টেম্বর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে।

৭১. 'ইতিহাসের দর্শন' কথাটি প্রথম কে ব্যবহার করেন?

উত্তর ফরাসি দার্শনিক ভলতেয়ার।

৭২. চার্চকে 'বিশেষ অধিকারভোগী উৎপাত' কে বলেছেন?

উত্তর ভলতেয়ার।

৭৩. ফরাসি বিপ্লবের পর ফ্রান্সের সম্রাট কে হন?

উত্তর নেপোলিয়ন।

৭৪. কার নেতৃত্বে জাতীয় রক্ষীবাহিনী গঠিত হয়?

লাফায়েৎ-এর।

৭৫. 'ফরাসি বিপ্লব ইউরোপীয় বিপ্লব'— উক্তিটি কার?

উত্তর রবার্ট পামার-এর।

৭৬. অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সে যে স্বৈরাচারী রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা হয় তা কী প্রকৃতির?

উত্তর অতিকেন্দ্রীভূত রাজতন্ত্র।

৭৭. 'রাষ্ট্রকে বাঁচাতে হলে রাজাকে মরতে হবে'— উক্তিটি কার?

উত্তর রোবসপিয়ার-এর।

'ক' স্তম্ভের সঙ্গে 'খ' স্তম্ভ মেলাও:

	'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
১	১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ	ক	ফ্রান্সের প্রথম লিখিত সংবিধান রচনা
২	১৭৯০ খ্রিস্টাব্দ	খ	ফরাসি বিপ্লব
৩	১৭৯১ খ্রিস্টাব্দ	গ	জনতা কর্তৃক রাজপ্রাসাদ আক্রমণ
৪	১৭৯২ খ্রিস্টাব্দ	ঘ	গির্জার ভূসম্পত্তি বাজেয়াপ্ত

উত্তর ১→খ, ২→ঘ, ৩→ক, ৪→গ

	'ক' স্তম্ভ		'খ' স্তম্ভ
১	ফ্রান্সের উৎপাদন কর	ক	টেইলি
২	ফ্রান্সের ভূমি কর	খ	ক্যাপিটেশন
৩	ফ্রান্সের লবণ কর	গ	ভিংটিয়েমে
৪	ফ্রান্সের সম্পত্তি কর	ঘ	গ্যাবেলা

উত্তর ১→খ, ২→ক, ৩→ঘ, ৪→গ

বিবৃতির সঙ্গে ব্যাখ্যা মেলাও:

১. বিবৃতি— ফরাসি জনগণ বাস্তিল দুর্গ ধ্বংস করেছিল।

ব্যাখ্যা-১ বাস্তিল দুর্গ ছিল পুরোনো।

ব্যাখ্যা-২ বাস্তিল দুর্গ ছিল স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক।

ব্যাখ্যা-৩ বাস্তিল দুর্গ ছিল বিদেশিদের দুর্গ।

উত্তর ব্যাখ্যা-২ বাস্তিল দুর্গ ছিল স্বৈরাচারী শাসনের প্রতীক।

২. বিবৃতি— রাজা ষোড়শ লুই-এর মৃত্যুদণ্ড ফ্রান্স ও ইউরোপে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করে।

ব্যাখ্যা-১ সমগ্র ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের নিরঙ্কুশ প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

ব্যাখ্যা-২ সমগ্র ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমর্থনে বিদ্রোহ ঘটে।

ব্যাখ্যা-৩ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপ প্রথম শক্তিজোট গঠন করে।

উত্তর ব্যাখ্যা-৩ ফ্রান্সের বিরুদ্ধে ইউরোপ প্রথম শক্তিজোট গঠন করে।

সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ২

১. ফ্রান্সের 'অঁসিয়া রেজিম' বা 'পুরাতনতন্ত্র' বা 'Old Regime' বলতে কী বোঝো?

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) আগে ফ্রান্স তথা ইউরোপের অন্যান্য দেশে যে পূর্বতন যাজকতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র, তথা আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল তা **'অঁসিয়া রেজিম'** বা **'পুরাতনতন্ত্র'** বা 'Old Regime' নামে পরিচিত।

২. 'কনট্রাক্ট অব পোইসি' কী?

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে) আগে ফ্রান্সে যাজক সম্প্রদায়ের অধীনস্থ গির্জার কাছে দেশের $\frac{১}{৫}$ অংশ কৃষিজমি ছিল। এই জমির জন্য যাজকরা রাজাকে কোনো বাধ্যতামূলক কর দিত না। তবে

'কনট্রাক্ট অব পোইসি' নামে একটি চুক্তি অনুসারে যাজকরা রাজাকে স্বেচ্ছাকর দিত।

৩. 'থার্ড এস্টেট' কী?

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের আগে ফরাসি সমাজব্যবস্থায় তিনটি পৃথক সম্প্রদায়ের অস্তিত্ব ছিল। এক-একটি সম্প্রদায়কে 'এস্টেট' বলা বলা হত। এদের মধ্যে অন্যতম ছিল 'থার্ড এস্টেট' বা তৃতীয় সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত ছিল ধনী বুর্জোয়া, মধ্যবিত্ত, দরিদ্র কৃষক ও শ্রমিক, সাঁ-কুলোৎ বা চালচুলোহীন ভবঘুরে প্রভৃতি। এরা সর্বহারা নামেও পরিচিত।

৪. মন্তেস্কু কে ছিলেন? তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর মন্তেস্কু ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তিনি ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক এবং রাজার ঐশ্বরিক ক্ষমতার ধারণার বিরোধী।

তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ হল— 'দ্য স্পিরিট অব লজ' ও 'দ্য পার্সিয়ান লেটার্স'।

৫. ভলতেয়ার কে ছিলেন? তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর ভলতেয়ার ছিলেন ফরাসি বিপ্লবের প্রাক্কালের একজন বিখ্যাত দার্শনিক। তাঁর প্রকৃত নাম ছিল ফ্রাঁসোয়া মারি আরুয়ে।

তাঁর লেখা দুটি গ্রন্থ হল— 'কাঁদিদ' ও 'দার্শনিকের অভিধান' ('ফিলোজফিক্যাল ডিকশনারি')।

৬. রুশো কে ছিলেন? তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থের নাম লেখো।

উত্তর রুশো ছিলেন অষ্টাদশ শতকে ফ্রান্সের সর্বাধিক জনপ্রিয় দার্শনিক।

তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থ হল— 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' বা 'সামাজিক চুক্তি'। এই বইটি 'বিপ্লবের বাইবেল' নামে পরিচিত।

৭. 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থে রুশোর মূল বক্তব্য কী ছিল?

উত্তর রুশোর 'সামাজিক চুক্তি' গ্রন্থের মূল বক্তব্য হল—

- ক প্রতিটি মানুষ স্বাধীন হয়ে জন্মগ্রহণ করে। কিন্তু জন্মের পর থেকেই সে শৃঙ্খলিত।
- খ 'জনগণের ইচ্ছা' অনুসারে রাজা শাসন করেন। তাই ঈশ্বর নয়, জনগণই হল রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির মূল উৎস।
- গ জনগণ ইচ্ছা করলে রাজাকে পদচ্যুত করতে পারবে।

৮. ডেনিস দিদেরো ও ডি এলেমবার্ট সম্পর্কে কী জানো?

উত্তর ডেনিস দিদেরো ও ডি এলেমবার্ট ছিলেন দু'জন ফরাসি দার্শনিক। ফরাসি বিপ্লবের আগে তাঁরা ৩৫টি খণ্ডে 'বিশ্বকোশ'-এর সংকলন প্রকাশ করেন। এই গ্রন্থগুলিতে প্রাক্-বিপ্লবী যুগের ফ্রান্সের সমাজ, ধর্ম, রাজনীতি, অর্থনীতি, দার্শনিকদের রচনা প্রভৃতি স্থান লাভ করে।

৯. কারা 'ফিজিওক্র্যাট' নামে পরিচিত?

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে) আগে ফ্রান্সে মার্কেন্টাইল মতবাদের বিরোধী এবং অ্যাডাম স্মিথের অনুগামী এক শ্রেণির অর্থনীতিবিদদের আত্মপ্রকাশ ঘটে। এই অর্থনীতিবিদগণ শিল্প-বাণিজ্যে সংরক্ষণ নীতি ও রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্বের বিরোধিতা করেন এবং অবাধ বাণিজ্য ও বেসরকারি শিল্পস্থাপনের দাবি জানান। এঁরাই 'ফিজিওক্র্যাট' নামে পরিচিত।

১০. 'লেত্র দ্য ক্যাশে' কী?

উত্তর 'লেত্র দ্য ক্যাশে' হল ফরাসি বিপ্লবের আগে ফ্রান্সে প্রচলিত এক ধরনের রাজকীয় গ্রেফতারি পরোয়ানা। যার মাধ্যমে যে-কোনো ব্যক্তিকে বন্দি করে বিনা বিচারে দীর্ঘদিন জেলে আটকে রাখা যেত।

১১. মেরি আঁতোয়ানেত কে ছিলেন?

উত্তর মেরি আঁতোয়ানেত ছিলেন বুরবোঁ বংশীয় ফরাসি সম্রাট যোড়শ লুই-এর পত্নী। ষোড়শ লুই তাঁর পত্নীর দ্বারা অত্যন্ত প্রভাবিত ছিলেন। আঁতোয়ানেত ছিলেন অত্যন্ত ক্ষমতালোভী এবং স্বৈরাচারী। তিনি ফ্রান্সের বিশেষ অধিকারপ্রাপ্ত সম্প্রদায়কে সমর্থন করে অধিকারহীন সম্প্রদায়ের ওপর শোষণ বৃদ্ধির পথ প্রশস্ত করেন।

১২. 'ইনটেনডেন্ট' কাদের বলা হত?

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের আগে এক শ্রেণির কর্মচারী ফ্রান্সের প্রদেশগুলির প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম পরিচালনার দায়িত্ব পালন করতেন। এই কর্মচারীরা 'ইনটেনডেন্ট' নামে পরিচিত ছিল। এরা ছিল দুর্নীতিগ্রস্ত ও অত্যাচারী। এই কর্মচারীরা কর আদায়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ছিল।

১৩. 'অভিজাত বিদ্রোহ' কী?

উত্তর নানা কারণে ফ্রান্সে অর্থসংকট তৈরি হয়েছিল। এই অর্থনৈতিক সংকট দূর করার উদ্দেশ্যে ফরাসি রাজা ষোড়শ লুই ১৭৮৮ খ্রিস্টাব্দে দেশের সমস্ত প্রাদেশিক পার্লামেন্ট মুলতুবি করেন এবং সকল

সম্প্রদায়ের মানুষদের কাছ থেকে কর আদায়ের উদ্যোগ নেন। এতে ক্ষুব্ধ হয়ে সুবিধাভোগী অভিজাত শ্রেণি রাজার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ শুরু করে। এই ঘটনাকে ঐতিহাসিক মাতিয়ে ও জর্জ রুডে 'অভিজাত বিদ্রোহ' এবং লেফেভর 'অভিজাত বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

১৪. 'বুর্জোয়া বিপ্লব' কী?

উত্তর ফরাসি সমাজের তৃতীয় সম্প্রদায়ের জাতীয় সভার সকল সদস্যের একটি কক্ষে বসা এবং মাথাপিছু ভোটের দাবি রাজা নাকচ করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। ফলে—

- ক তৃতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা 'টেনিস কোর্টের শপথ' (২০ জুন, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে)-এর মাধ্যমে নিজেদের উদ্যোগে ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনার উদ্যোগ নেন।
- খ এই পরিস্থিতিতে যাজকদের ১৩৯ জন এবং অভিজাতদের ৪৭ জন সদস্য তৃতীয় সম্প্রদায়ে যোগ দেন।
- গ শেষপর্যন্ত যোড়শ লুই রাজা ২৭ জুন তিন সম্প্রদায়ের সদস্যদের একত্রে অধিবেশনে বসান এবং মাথাপিছু ভোটের দাবি মেনে নেন। এই ঘটনা 'বুর্জোয়া বিপ্লব' নামে পরিচিত।

১৫. 'টেনিস কোর্টের শপথ' কী?

উত্তর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২০ জুন ফরাসি জাতীয় সভার তৃতীয় সম্প্রদায়ের সদস্যরা আইনসভায় প্রবেশ করতে গিয়ে দেখেন যে, সভাকক্ষ বন্ধ রয়েছে। এরপর ক্ষুব্ধ সদস্যরা মিরাবো ও আবে সিয়েসের নেতৃত্বে নিকটবর্তী টেনিস খেলার মাঠে জড়ো হয়ে শপথ গ্রহণ করেন যে, ফ্রান্সের জন্য একটি নতুন সংবিধান রচনা না করা পর্যন্ত তাঁরা ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করে যাবেন। এই ঘটনা 'টেনিস কোর্টের শপথ' নামে পরিচিত।

১৬. বাস্তিল দুর্গ সম্পর্কে কী জানো?

উত্তর বাস্তিল দুর্গ ছিল ফরাসি স্বৈরশাসনের প্রতীক। এই দুর্গে বিনা বিচারে প্রচুর মানুষকে আটকে রাখা হত। তাই প্যারিসের উত্তেজিত জনতা ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গ আক্রমণ করে এবং কারারক্ষীদের হত্যা করে এই কুখ্যাত দুর্গ দখল করে নেয়। তারা বাস্তিল দুর্গের পতন ঘটায়।

১৭. বাস্তিল দুর্গের পতনের গুরুত্ব কী?

উত্তর বাস্তিল দুর্গের পতনের নানা গুরুত্ব ছিল। যেমন:
(ক) এই দুর্গে বন্দি থেকে নিরপরাধ ব্যক্তিরা মুক্তি পায়।
(খ) রাজার স্বৈরশাসনের প্রতীক ধ্বংস হয়।
(গ) বাস্তিলের পতনের মাধ্যমে ফরাসি বিপ্লবের পথ সুগম হয়।

১৮. 'মহাতঙ্ক' কী?

উত্তর ১৭৮৯ খ্রি. ১৪ জুলাই বাস্তিল দুর্গের পতনের পর ফ্রান্সের গ্রামাঞ্চলে বিপ্লবের ব্যাপক প্রভাব পড়ে। এই সময় গ্রামাঞ্চলে গুজব রটে যায় যে, অভিজাতদের ভাড়াটে গুন্ডা ও সেনাবাহিনী গ্রামের কৃষকদের শায়েস্তা করতে এগিয়ে আসছে। এই গুজবের ফলে গ্রামাঞ্চলে তীব্র আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে যা 'মহাতঙ্ক' নামে পরিচিত।

১৯. সংবিধান রচনার আগে ফরাসি সংবিধান সভার দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজের উল্লেখ করো।

উত্তর সংবিধান রচনার আগে ফরাসি সংবিধান সভা দুটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ সম্পন্ন করে। যেমন—

- ১ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ৪ আগস্ট এক ঘোষণার মাধ্যমে সংবিধান সভা ফ্রান্সে সামন্ততন্ত্র এবং এর যাবতীয় উপস্বত্ব বিলোপ করে। বিশেষ অধিকারের অবসান ঘটায়।
- ২ ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ২৬ আগস্ট 'ব্যক্তি ও নাগরিকের ঘোষণাপত্র' প্রকাশ করে মানুষকে স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ ও দখলের অধিকার, আইনের চোখে সাম্য প্রভৃতি প্রদান করে।

২০. 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'য় কী বলা হয়?

উত্তর 'ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণা'য় বলা হয়—
(ক) স্বাধীনতা মানুষের জন্মগত অধিকার।
(খ) আইনের চোখে সবাই মানুষ সমান।
(গ) জনগণই সার্বভৌম ক্ষমতার উৎস।
(ঘ) বাক্‌স্বাধীনতা, ধর্মীয় স্বাধীনতা, সম্পত্তি ভোগ ও দখল মানুষের সর্বজনীন অধিকার।

২১. ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকার ঘোষণার গুরুত্ব কী?

উত্তর ব্যক্তি ও নাগরিকের অধিকারের ঘোষণার গুরুত্বগুলি হল—
(ক) এই ঘোষণাপত্র ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র ধ্বংসের কথা বলা হয়। (খ) উদারতন্ত্র, জাতীয়তাবাদ ও মানবাধিকার রক্ষার উদ্যোগ নেওয়া হয়।

২২. ফরাসি সংবিধান সভার দুটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার উল্লেখ করো।

উত্তর ফরাসি সংবিধান সভার দুটি শাসনতান্ত্রিক সংস্কার হল—

- ক সংবিধান সভা সম্পত্তির পরিমাণের ভিত্তিতে জনগণকে 'সক্রিয়' ও 'নিষ্ক্রিয়'— দুইভাগে বিভক্ত করে।

- খ 'সক্রিয়' নাগরিকদের ভোটাধিকার প্রদান করে।

২৩. 'অ্যাসাইনেট' কী?

উত্তর ১৭৯১ ফরাসি সংবিধান সভা এক ধরণের কাগজের নোট চালু করে। যা 'অ্যাসাইনেট' নামে পরিচিত। ফ্রান্সে প্রবল অর্থসংকট দেখা দিলে সংবিধান সভা গির্জার বাজেয়াপ্ত করা ভূসম্পত্তি আমানত রেখে তার ভিত্তিতে এই নোট চালু করে।

২৪. 'পাদুয়ার ঘোষণা' কী?

উত্তর অস্ট্রিয়ার সম্রাট লিওপোল্ড পাদুয়া নামক স্থান থেকে ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে (৬ জুলাই) এক ঘোষণা জারি করেন। যে ঘোষণায় ফরাসি রাজতন্ত্রের সপক্ষে ইউরোপীয় রাজন্যবর্গের সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আবেদন জানানো হয়। যা 'পাদুয়ার ঘোষণা' নামে পরিচিত।

২৫. 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি' কী?

উত্তর ফরাসি সংবিধান সভা ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে 'সিভিল কনস্টিটিউশন অব দ্য ক্লার্জি' বা ধর্মযাজকদের সংবিধান নামে এক আইন পাস করে। এর দ্বারা—
(ক) গির্জার ওপর পোপের যাবতীয় কর্তৃত্বের অবসান ঘটে। (খ) গির্জাকে রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (গ) যাজকদের নিয়োগ ও পদচ্যুতি রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। (ঘ) সরকার যাজকদের বেতন প্রদানের ব্যবস্থা করে।

২৬. 'পিলনিৎজের ঘোষণা' কী?

উত্তর ১৭৯১ খ্রি. ২৭ আগস্ট অস্ট্রিয়ার রাজা লিওপোল্ড এবং প্রাশিয়ার রাজা দ্বিতীয় ফ্রেডরিখ উইলিয়াম পিলনিৎজ নামক স্থান থেকে যৌথভাবে এক ঘোষণাপত্রের দ্বারা ফরাসি রাজতন্ত্রের সপক্ষে ইউরোপের রাজন্যবর্গকে সশস্ত্র হস্তক্ষেপের আহ্বান জানান। যা 'পিলনিৎজের ঘোষণা' নামে পরিচিত।

২৭. 'ব্রান্সউইক ঘোষণা' কী?

উত্তর ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের আগস্টে প্রাশিয়ার সেনাপ্রধান ব্রান্সউইক এক ঘোষণার মাধ্যমে ফরাসিদের সতর্ক করে দেন যে, ফরাসি রাজপরিবারের কোনো ক্ষতি হলে তিনি প্যারিস শহর ধ্বংস করে দেবেন। এই ঘোষণা 'ব্রান্সউইক ঘোষণা' নামে পরিচিত।

২৮. কে, কোন্ ঘটনাকে 'দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন?

উত্তর ১৭৯২ খ্রি. ১০ আগস্ট জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে উত্তেজিত জনতা রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করে রাজার দেহরক্ষীদের হত্যা করে। আতঙ্কিত রাজা ও রানি নিকটবর্তী আইনসভায় আশ্রয় নিলে জনতা আইনসভা ঘিরে ফেলে। জনতার দাবিতে রাজাকে ক্ষমতাচ্যুত করে তাঁকে টেম্পল দুর্গে বন্দি করা হয়। এই ঘটনাটিকে ঐতিহাসিক লেফেভর 'দ্বিতীয় ফরাসি বিপ্লব' বলে অভিহিত করেছেন।

২৯. সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড কী?

উত্তর ফ্রান্সে রাজতন্ত্রের সমর্থক বহু মানুষ কারাগারে বন্দি ছিল। ১৭৯২ খ্রি. ২-৫ সেপ্টেম্বর ফ্রান্সের রাজতন্ত্রবিরোধী উত্তেজিত জনতা কারাকক্ষে ঢুকে রাজভক্ত সন্দেহে হাজার হাজার মানুষকে নির্বিচারে হত্যা করে (২-৫ সেপ্টেম্বর, ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে)। এই ঘটনা 'সেপ্টেম্বর হত্যাকাণ্ড' নামে পরিচিত।

৩০. কারা, কবে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে?

উত্তর ফ্রান্সের জাতীয় মহাসভা বা ন্যাশনাল কনভেনশন ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে (২২ সেপ্টেম্বর) ফরাসি রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ ঘটিয়ে ফ্রান্সে প্রথম প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে।

৩১. 'জ্যাকোবিন' কারা? এই দলের কয়েকজন নেতার নাম লেখো।

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে যে উগ্র বামপন্থী দলের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এবং ফ্রান্সের সংকটকালে দেশে সন্ত্রাসের শাসন যারা চালু করেছিল, তারা 'জ্যাকোবিন' নামে পরিচিত।
জ্যাকোবিন দলের উল্লেখযোগ্য নেতা ছিলেন রোবসপিয়ার, হিবার্ট, দাঁতোঁ প্রমুখ।

৩২. কোন্ দলের নেতৃত্বে কোন্ সময় পর্যন্ত ফ্রান্সে 'সন্ত্রাসের শাসন' চলে?

উত্তর উগ্র বামপন্থী জ্যাকোবিন দলের নেতৃত্বে ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের ২ জুন থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই পর্যন্ত 'সন্ত্রাসের শাসন' চলে।

৩৩. 'সন্ত্রাসের শাসন' শুরু হওয়ার দুটি কারণ উল্লেখ করো।

উত্তর ফ্রান্সে সন্ত্রাসের শাসন শুরু হওয়ার দুটি কারণ ছিল—

- ক দেশের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবিপ্লবী শক্তি বিপ্লবকে ধ্বংস করার চেষ্টা করছিল।
- খ বিভিন্ন বৈদেশিক শক্তি ফ্রান্স আক্রমণের পরিকল্পনা করছিল।

৩৪. সন্ত্রাসের শাসনের অঙ্গগুলির নাম লেখো।

উত্তর সন্ত্রাসের শাসনের অঙ্গগুলি ছিল—
(ক) জন-নিরাপত্তা সমিতি। (খ) সাধারণ নিরাপত্তা সমিতি। (গ) সন্দেহের আইন। (ঘ) বিপ্লবী আদালত। (ঙ) বিপ্লবের বধ্যভূমি অর্থাৎ গিলোটিন।

৩৫. 'থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' কী?

উত্তর রোবসপিয়ার-এর নেতৃত্বে প্রবর্তিত সন্ত্রাসের রাজত্বে আতঙ্কিত হয়ে জ্যাকোবিন দল ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ এপ্রিল রোবসপিয়ার ও তাঁর অনুগামীদের বন্দি করে পরদিন তাঁদের গিলোটিনে হত্যা করে। এই ঘটনা 'থার্মিডোরীয় প্রতিক্রিয়া' নামে পরিচিত।

৩৬. 'লাল সন্ত্রাস' কী?

উত্তর ফ্রান্সে ১৩ এপ্রিল থেকে ২৭ জুলাই (১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দ) পর্যন্ত রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে ভয়াবহ সন্ত্রাস চলে। এই সময় সন্ত্রাসের প্রয়োজন ফুরিয়ে গেলেও রোবসপিয়ার নিজের ইচ্ছা জোর করে বাস্তবায়িত করতে গিয়ে হাজার হাজার মানুষকে সন্ত্রাসের মাধ্যমে হত্যা করেন। এই ঘটনা 'লাল সন্ত্রাস' নামে পরিচিত।

৩৭. 'শ্বেত সন্ত্রাস' কী?

উত্তর ফ্রান্সের বেকার, ভবঘুরে প্রমুখ রোবসপিয়ারের নেতৃত্বে ভয়াবহ 'লাল সন্ত্রাসের' বিরুদ্ধে জ্যাকোবিনদের হত্যা করতে শুরু করে। এই ঘটনা 'শ্বেত সন্ত্রাস' নামে পরিচিত।

৩৮. ডাইরেক্টরির শাসন কী?

উত্তর ১৭৯৫ খ্রিস্টাব্দের সংবিধান অনুসারে ফ্রান্সের শাসনভার ৫ জন 'ডাইরেক্টর' বা ব্যক্তির একটি কমিটির হাতে তুলে দেওয়া হয়। এই শাসন 'ডাইরেক্টরির শাসন' (১৭৯৫-১৭৯৯ খ্রিস্টাব্দ) নামে পরিচিত। এই শাসনব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত অদক্ষ ও দুর্নীতিগ্রস্ত। ডাইরেক্টরদের শাসনকালে ফ্রান্সের শাসনব্যবস্থা ভঙ্গুর হয়ে পড়ে।

বিশ্লেষণধর্মী প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ৪

১. ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' বলা হয় কেন?

উত্তর ফ্রান্সের আর্থিক অবস্থা ফরাসি বিপ্লবের অন্যতম প্রধান কারণ ছিল। ফ্রান্সের রাজস্বব্যবস্থা ছিল ত্রুটিপূর্ণ। তা ছাড়া রাজপরিবারের অমিতব্যয়িতা, বিলাসিতা, ব্যয়সংকোচে অনিচ্ছা, জিনিসপত্রের মূল্যবৃদ্ধি ফ্রান্সের পরিস্থিতিকে ভয়ংকর করে তুলেছিল। এইসব কারণে বিখ্যাত অর্থনীতিবিদ অ্যাডাম স্মিথ তৎকালীন ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' বলেছেন।

১ **ত্রুটিপূর্ণ কর ব্যবস্থা**: ফ্রান্সে কর আদায়ের ক্ষেত্রে কোনো ন্যায়সংগত নীতি ছিল না। অভিজাত ও যাজকরা ছিলেন ফ্রান্সের বেশিরভাগ জমির মালিক। অথচ তাঁরা কর দিতেন সরকারের আয়ের মাত্র ৪ শতাংশ। আর মোট রাজস্বের ৯৬ শতাংশ দিতে হত দরিদ্র কৃষকদের তথা তৃতীয় সম্প্রদায়ের মানুষদের।

(ক) **প্রত্যক্ষ কর**: ফ্রান্সে তিন ধরনের প্রত্যক্ষ কর আদায় করা হত— (ক) টাইলে বা ভূমি কর, (খ) ক্যাপিটেশন বা উৎপাদন কর, (গ) ভিংটিয়েমে বা আয়কর। প্রত্যেকটি কর সাধারণ জনগণের কাছ থেকে আদায় করা হত।

(খ) **অন্যান্য কর**: এ ছাড়াও দিতে হত— (ক) গ্যাবেলা বা লবণ কর, (খ) টাইদ বা ধর্ম কর, (গ) এইদ্‌স বা মদ, তামাক প্রভৃতির ওপর ধার্য করা কর, (ঘ) তেরাজ বা পথঘাট ব্যবহারের কর প্রভৃতি।

- **করভি**: আবার রাস্তাঘাট নির্মাণ বা সংস্কারের সময় সাধারণ মানুষদের বাধ্যতামূলক বেগার খাটতে হত। একে বলা হয় করভি বা শ্রম কর।

এইসব কর দিতে কৃষকদের আয়ের ৮০ শতাংশ চলে যেত। অপরদিকে অভিজাত ও যাজকদের আর্থিক ক্ষমতা থাকলেও নানা কারণে তারা কর প্রদান থেকে অব্যাহতি পেত।

২ **সরকারের বেহিসাবি অর্থব্যয়**: ফ্রান্সের রাজাদের বেহিসাবি অর্থব্যয়ের ফলে ফ্রান্সের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছিল।

২. ফরাসি বিপ্লবে নারীদের ভূমিকা সম্পর্কে লেখো।

উত্তর ফরাসি বিপ্লবের (১৭৮৯ খ্রি.) মতো রাজনৈতিক ও সামাজিক বিপ্লবের বিভিন্ন পর্যায়ে নারীরা সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিল।

- **নেতৃত্বদান**: বিপ্লবে অংশগ্রহণকারী নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন পলিন লিয়ন, ক্লেয়ার লাকোম্বে, মাদাম বিবি, মাদাম রোলাঁ প্রমুখ। তাই ফ্রান্সকে 'ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর' বলা হয়।
- **সাফল্য**: বেশকিছু ক্ষেত্রে আন্দোলনে নারীরা অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছিলেন, যেমন—

ক **বাস্তিল দুর্গ পতনকালে**: বাস্তিল দুর্গ ভেঙে ফেলার সময় অভিযানে শামিল হয়েছিলেন বহু নারী, পিছন থেকে উৎসাহ দিয়েছিলেন আরও অনেক নারী।

খ **ভার্সাই অভিযান**: রুটি-সহ খাদ্যের দাবিতে (৫-৬ অক্টোবর, ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দ) কয়েক হাজার নারীর এক বিশাল মিছিল ভার্সাই রাজপ্রাসাদ অভিযান করে। তাদের কাছে নতিস্বীকার করে রাজা ষোড়শ লুই ও রাজপরিবারের সকলে ভার্সাই থেকে প্যারিসে আসতে বাধ্য হয়।

- গ **টুইলারিজ অভিযান**: ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ১০ আগস্ট নারীরা টুইলারিজ রাজপ্রাসাদ আক্রমণ করেন।
- ঘ **রাজতন্ত্রের উচ্ছেদ দাবি**: ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দের ২১ সেপ্টেম্বর জাতীয় সম্মেলনের অধিবেশনে রাজতন্ত্রের উচ্ছেদের দাবিতে নারীরা সোচ্চার হয়েছিলেন।
- ঙ **সমানাধিকার দাবি**: সংবিধান সভার কাছে অলিম্পে দ্য গাউজেস-এর নেতৃত্বে নারী পুরুষের সমান অধিকারের দাবি জানানো হয়।
- চ **সভাসমিতি গঠন** : ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে নিজেদের অধিকার আদায়ের জন্য ক্লেয়ার লাকোম্বে ও পলিন লিয়ন 'বিপ্লবী প্রজাতন্ত্রী নারী সমিতি' গঠন করেন।

- **উপসংহার**: ফরাসি বিপ্লবে নারীদের অংশগ্রহণ ও তাদের আন্দোলন ব্যর্থ হয়নি, কারণ দাবি আদায়ের যে ক্ষেত্র তাঁরা প্রস্তুত করেছিলেন তা ভবিষ্যতে আন্দোলনের পথ বা দিশা দেখাতে সক্ষম হয়েছিল।

৩. টীকা লেখো : সন্ত্রাসের রাজত্ব।

উত্তর ফ্রান্সে রোবসপিয়ার-এর নেতৃত্বে জ্যাকোবিন দল ১৭৯৩-৯৪ খ্রিস্টাব্দে যে শাসন চালিয়েছিল তা ইতিহাসে 'সন্ত্রাসের রাজত্ব' বা 'সন্ত্রাসের শাসন' নামে পরিচিত। এই সন্ত্রাসের রাজত্ব ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দের জুন থেকে ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের জুলাই পর্যন্ত মোট ১৩ মাস ধরে চলেছিল।

- **পটভূমি**:
  - ক ফ্রান্সের 'জাতীয় মহাসভা' (ন্যাশনাল কনভেনশন) ১৭৯৩ খ্রিস্টাব্দে সম্রাট ষোড়শ লুইকে মৃত্যুদণ্ড দেয়। এর ফলে ইংল্যান্ড, অস্ট্রিয়া, প্রাশিয়া, পোর্তুগাল প্রভৃতি দেশগুলি একজোট হয়ে ফ্রান্সের বিরোধিতা করে।
  - খ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে ৮৩টি প্রদেশের মধ্যে ৬০টি প্রদেশে বিদ্রোহ শুরু হয়।
  - গ তা ছাড়া দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি, বেকারত্ব, বিশ্বাসঘাতকতা প্রজাতান্ত্রিক সরকারের অস্তিত্ব বিপন্ন করে তোলে। এই অবস্থায় প্রজাতন্ত্রকে রক্ষা করার জন্য রোবসপিয়ার সন্ত্রাসের শাসন শুরু করেন।
- **উদ্দেশ্য**: সন্ত্রাসের রাজত্বের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল—
  - ক ভীতি প্রদর্শন করে ফ্রান্সের জাতীয় ঐক্য ও সংহতি রক্ষা করা।
  - খ ফ্রান্সের অভ্যন্তরে কালোবাজারি ও মজুতদারির বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যসামগ্রীর দাম ও সরবরাহ ব্যবস্থা স্বাভাবিক রাখা।
  - গ অভিজাত ভূস্বামীদের জমি বাজেয়াপ্ত করে তা কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করা।
  - ঘ বিশাল সৈন্যবাহিনী গঠন ও অস্ত্র কারখানা তৈরি করে ফ্রান্সের নিরাপত্তা ও সামরিক ক্ষমতা বৃদ্ধি করা।
- **সন্ত্রাসের ভয়াবহতা**: সন্ত্রাসের রাজত্বকালে প্রায় ৫০ হাজার নরনারীকে গিলোটিন যন্ত্রে হত্যা করা হয়। সন্দেহের আইনে প্রায় ৩ লক্ষ মানুষকে গ্রেফতার করা হয়। আরও অনেক মানুষ নিখোঁজ হয়ে যায়— যাদের অনেককে জলে ডুবিয়ে বা অন্যভাবে হত্যা করা হয়।
- **অবসান**: ১৭৯৪ খ্রিস্টাব্দের ২৭ জুলাই জ্যাকোবিন, জিরন্ডিস্ট ও মধ্যপন্থী দলের আতঙ্কিত সদস্যরা রোবসপিয়ার ও তাঁর অনুগামীদের বন্দি করেন। ২৮ জুলাই রোবসপিয়ার ও তাঁর অনুগামীদের গিলোটিন-এ হত্যা করা হয়। ফলে সন্ত্রাসের শাসনের অবসান ঘটে।

৪. ফরাসি বিপ্লবের ফলাফল সম্পর্কে আলোচনা করো।

উত্তর ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দের ফরাসি বিপ্লব পৃথিবীর ইতিহাসে এক যুগান্তকারী ঘটনা। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ফরাসি বিপ্লবের প্রভাব অপরিসীম।

ফলাফল: ফরাসি বিপ্লবের ফলাফলগুলি হল—

- ক **সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতার আদর্শ প্রতিষ্ঠা**: ফরাসি বিপ্লবের মূল আদর্শ ছিল— সাম্য, মৈত্রী ও স্বাধীনতা। ফ্রান্সের গণ্ডি ছাড়িয়ে কালক্রমে এই আদর্শ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে প্রেরণা জুগিয়েছিল।
- খ **জাতীয়তাবাদের আদর্শ**: ফরাসি বিপ্লবে যে দেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদের উন্মেষ ঘটেছিল, তা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশকে প্রভাবিত করেছিল। এই আদর্শের অনুপ্রেরণায় জার্মানি, ইটালি, গ্রিস প্রভৃতি দেশে জাতীয় রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল।
- গ **প্রগতিশীল চিন্তার বিস্তার** : ফরাসি বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সের রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা ও চিন্তাজগতে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটেছিল। রুশো, ভলতেয়ার, মন্তেস্কু প্রমুখ ফরাসি দার্শনিকের প্রগতিশীল চিন্তা সমগ্র বিশ্বে সমাদৃত হয়।
- ঘ **গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার**: ফরাসি বিপ্লবের ফলে গণতান্ত্রিক আদর্শের প্রসার ঘটেছিল। এই বিপ্লবের ফলে ফ্রান্সে স্বৈরাচারী রাজতান্ত্রিক শাসনের

অবসান ঘটে এবং গণতান্ত্রিক শাসন জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। মৌলিক অধিকার, বাক্‌স্বাধীনতা, বিচার বিভাগের স্বাধীনতা, ধর্মনিরপেক্ষতা প্রভৃতি গণতান্ত্রিক আদর্শগুলির দ্বারা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের জনগণ অনুপ্রাণিত হয়েছিল।

ব্যাখ্যামূলক প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নমান ৮

১. ফরাসি দার্শনিকদের সমালোচনার ধারাগুলি বিশ্লেষণ করো।

উত্তর **ভূমিকা**: যে-কোনো বিপ্লবের মূলে একদিকে যেমন থাকে বৈষয়িক পরিবেশ, অন্যদিকে থাকে মানসিক প্রস্তুতি। ফরাসি বিপ্লবের আগমনে দার্শনিকদের চিন্তাধারা মানসিক প্রস্তুতি সঞ্চার করেছিল।

- **দার্শনিকদের ভাবনাচিন্তা**: বিভিন্ন দার্শনিকদের চিন্তাভাবনাগুলি হল—
  - ক **মন্তেস্কু**: নিয়মতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার সমর্থক মন্তেস্কু সুশাসন প্রবর্তনের জন্য শাসন, আইন ও বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণের দাবি উত্থাপন করেন। **'দ্য পার্সিয়ান লেটার্স'** গ্রন্থে তিনি ফ্রান্সের পুরাতনতন্ত্র, অভিজাততন্ত্র ও স্বৈরাচারী রাজতন্ত্রের কঠোর সমালোচনা করেন।
  - খ **ভলতেয়ার**: প্রগতিবাদী ও যুক্তিবাদী ভলতেয়ার রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক জীবনে, বিশেষ করে চার্চ ও যাজক শ্রেণির মধ্যে যেসমস্ত কুসংস্কার ও অনাচার প্রবেশ করেছিল, তার কঠোর সমালোচনা করেন।
  - গ **রুশো**: দার্শনিক রুশোর রচনাবলির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক ভাবধারার প্রকাশ ঘটেছিল। 'সোশ্যাল কনট্রাক্ট' গ্রন্থে তিনি বলেন যে, রাষ্ট্রের সার্বভৌম শক্তির উৎস হল জনসাধারণ। সুতরাং জনসাধারণের মতানুসারে রাজা রাষ্ট্র পরিচালনা না করলে তাঁকে ক্ষমতাচ্যুত করার অধিকার জনগণের আছে।
  - ঘ **বিশ্বকোশ রচয়িতাগণ**: সমসাময়িক পণ্ডিতদের সহায়তায় দিদেরো যে এনসাইক্লোপেডিয়া বা বিশ্বকোশ সংকলন করেন তাতে তৎকালীন সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থায় ত্রুটিবিচ্যুতির সমালোচনা করা হয়।
  - ঙ **ফিজিওক্র্যাট**: ফরাসি বিপ্লবের পূর্বে একদল অর্থনীতিবিদ বিশেষত কুইস্‌নে প্রমুখ বাণিজ্য, শিল্প ও কৃষির বিকাশে রাষ্ট্রীয় কর্তৃত্ব অবাঞ্ছিত বলে মনে করেন যা ফিজিওক্র্যাট মতবাদ নামে পরিচিত।
- **ফরাসি বিপ্লবের সূচনায় দার্শনিকদের ভূমিকা**: ফরাসি বিপ্লবের আগমনে দার্শনিকদের ভূমিকা সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে মতপার্থক্য রয়েছে।
- **প্রত্যক্ষ প্রভাব**: **প্রথমত,** সমকালীন আইরিশ দার্শনিক এডমন্ড বার্কের মতে, ফরাসি বিপ্লব ছিল দার্শনিকদের ষড়যন্ত্রের ফলশ্রুতি। **দ্বিতীয়ত,** জন রুডের মতো দার্শনিকরা অষ্টাদশ শতকে দর্শনের ব্যাবহারিক প্রয়োগ করার ফলে ফ্রান্সের বাস্তব অবস্থার অন্যায় ও যুক্তিহীন দিকগুলির প্রতি সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। **তৃতীয়ত,** দর্শনকে পারলৌকিক ও আধ্যাত্মিক বিষয় থেকে মানবজীবনের দৈনন্দিন ব্যাবহারিক বিষয়ে নিয়োজিত করেছিলেন এই দার্শনিকেরাই। **চতুর্থত,** ফ্রান্সের দার্শনিকেরা সরাসরি বিপ্লবের কথা না বললেও তাঁরা প্রচলিত ব্যবস্থার সমালোচনা করে একটি বিপ্লবী মানসিকতা গড়ে তুলেছিলেন। **পঞ্চমত,** দার্শনিকেরা সমস্ত বিষয়ে ঐক্যমত না হলেও প্রাক্-বিপ্লব যুগের সামাজিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক অসাম্য সম্পর্কে তাঁদের মধ্যে কোনো মতভেদ ছিল না।
- **সংশোধনবাদী মতামত**: ঐতিহাসিক মর্স স্টিফেনস, ডেভিড টমসন প্রমুখের মতে, বিপ্লবের মূল কারণ ছিল রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দিক। ফরাসি বিপ্লবের আগমনে দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, কারণ—
  - ক ফরাসি বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহে দার্শনিকগণ সরাসরি অংশ নেননি।
  - খ সমকালীন দার্শনিকরা মতাদর্শে সহমত ছিলেন না। কেউ ছিলেন নিয়মতান্ত্রিক রাজতন্ত্রের সমর্থক, আবার রুশো ছিলেন প্রজাতন্ত্রের সমর্থক।
  - গ দার্শনিকদের রচনা পাঠ কেবলমাত্র শিক্ষিত বুর্জোয়া বা মুষ্টিমেয় অভিজাত শ্রেণির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল।
- **মন্তব্য**: ফরাসি বিপ্লব সংগঠিত হওয়ার ক্ষেত্রে দার্শনিকদের অতি নগণ্য অবদান ছিল বলে কোনো কোনো ঐতিহাসিক মনে করেন। এই বিপ্লবের আগমনে দার্শনিকদের প্রত্যক্ষ ভূমিকা ছিল না, তা ছিল পরোক্ষ। ফরাসি বিপ্লব ছিল দার্শনিকদের কাছে ষড়যন্ত্র।

বিশেষ আগ্রহী ছাত্রছাত্রীদের জন্য প্রশ্ন

১. ফরাসি সম্রাটরা অত্যাচারী ছিলেন। কিন্তু কী কী কারণে এই সম্রাটরা প্রজাহিতৈষী হতে পারতেন বলে তোমার মনে হয়? ৮

CHAPTERWISE MOCK TEST

শ্রেণি: নবম

বিষয়: ইতিহাস

দ্বিতীয় অধ্যায়: ফরাসি বিপ্লবের কয়েকটি দিক

সময় : ৬০ মিনিট **পূর্ণমান: ২৫**

১। সঠিক বিকল্পটি নির্বাচন করো। ১ × ৪ = ৪

[i] ফরাসি বিপ্লব সংঘটিত হয়েছিল—
(a) ১৭৮৯ খ্রিস্টাব্দে (b) ১৭৯০ খ্রিস্টাব্দে (c) ১৭৯১ খ্রিস্টাব্দে (d) ১৭৯২ খ্রিস্টাব্দে

[ii] ফরাসি বিপ্লবের সময় ফ্রান্সে রাজত্ব করতেন—
(a) হ্যাপসবার্গ বংশীয় রাজারা (b) বুরবোঁ বংশীয় রাজারা
(c) অরেঞ্জ বংশীয় রাজারা (d) টিউডর বংশীয় রাজারা

[iii] "ফরাসি বিপ্লবের জনক" নামে পরিচিত ছিলেন—
(a) রুশো (b) ভলতেয়ার (c) মন্তেস্কু (d) ডেনিস দিদেরো

[iv] ফ্রান্সে "প্রজাপতি রাজা" নামে পরিচিত ছিলেন—
(a) চতুর্দশ লুই (b) পঞ্চদশ লুই (c) ষোড়শ লুই (d) সপ্তদশ লুই

[v] "দ্য ওয়েলস অব নেশনস গ্রন্থটি রচনা করেছিলেন—
(a) ভিনসেন্ট স্মিথ (b) অ্যাডাম স্মিথ (c) হলব্যাক (d) ক্যানে

২। নির্দেশ অনুযায়ী নিম্নলিখিত প্রশ্নগুলির উত্তর দাও। ১ × ৪ = ৪

(I) ফরাসি বিপ্লবের কেন্দ্ররূপে প্রদত্ত ফ্রান্সের মানচিত্রে ভার্সাই ও তুলোঁ চিহ্নিত করো। ১ × ২ = ২

(II) "ক" স্তম্ভের সঙ্গে "খ" স্তম্ভ মেলাও। ১ × ২ = ২

"ক" স্তম্ভ	"খ" স্তম্ভ
ষোড়শ লুই	দার্শনিক
রুশো	ফরাসি রাজা
	অর্থমন্ত্রী

৩। দু-তিনটি বাক্যে নিম্নলিখিত যেকোন দুটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ১ × ৪ = ৪

(I) ফ্রান্সকে "ভ্রান্ত অর্থনীতির জাদুঘর" বলা হয় কেন?
(II) "আঁসিয়া রেজিম' বলতে কী বোঝায়?
(III) "শ্বেতসন্ত্রাস" বলতে কী বোঝো?

৪। সাত-আটটি বাক্যে নিম্নলিখিত যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৮ × ১ = ৮

(I) ইউরোপের মধ্যে ফ্রান্সে প্রথম কেন বিপ্লব হয়েছিল?
(II) ফরাসি বিপ্লবে গ্রামীণ জনতার কী ভূমিকা ছিল?

৫। পনেরো-ষোলটি বাক্যে যে-কোন একটি প্রশ্নের উত্তর দাও। ৮ × ১ = ৮

(I) ফরাসি বিপ্লবে দার্শনিকদের ভূমিকা আলোচনা করো। ৮
(II) ফরাসি বিপ্লবের আদর্শগুলি কী? ইউরোপের বিভিন্ন দেশ এই আদর্শের দ্বারা কীভাবে প্রভাবিত হয়? ৩ + ৫
(III) ফরাসি সংবিধান সভার কার্যাবলি আলোচনা করো। ৮

এই অধ্যায়ের প্রশ্নপত্রের উপর পরীক্ষা দিয়ে সেই উত্তরপত্রের ছবি তুলে Learning App-এ আপলোড করে দিলেই ওই প্রশ্নপত্রের Model Answer ছাত্রছাত্রীরা ডাউনলোড করে নিতে পারবে। আরও জানতে Call করো এই নম্বরে— 9903985050